উন্মাদ মন।

"Of all the blessings on earth the best is a good wife
A bad one is the bitterest Curse of human life"

As music and splendour
Survive not the lamp and the lute,
The heart's echoes render
No song when the spirit is mute—
No song, but sad dirges
Like the wind through a ruined cell,
Or the mournful surges
That ring the dead seaman's knell

Shelley.

"সরলা সরোজ কান্তি, কিবা মনোহর
আলো করেছিল মম দেহ সরোবর
কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দ্দয়
শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময়;

দীনবন্ধু।

শ্রীনগেশ চন্দ্র বসু দ্বারা প্রকাশিত।

CALCUTTA.
PRINTED AND PUBLISHED BY C. N. GUHA.
AT THE PEOPLE'S PRESS
No. 78 College Street.
1888.

উৎসর্গ।

শ্রীমতী সরসীবালা দে

প্রাণ প্রিয়তমেষু

হৃদয়েশ্বরি ;

সব ত ফুরাইয়া গেল, অনায়াসে মায়া কাটাইলে,—সতী নারীর উচিত বটে। কিন্তু প্রিয়তমে,—আমি কি লইয়া থাকিব, তাহা ত একবারও ভাবিলে না! আমার জন্য কিছু রাখিয়া গেলে কি? রাখিয়া গেলে খালি—স্মৃতি। মনুষ্য জীবন অতি অসার, আজ যাহা করে, কাল তাহা ভুলিয়া যায়।—সদাই ভোলা,—সদাই পাগল, এই জন্য পাছে স্মৃতির লোপ পায়, পাছে মুহূর্ত্ত জন্য তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে হয় ভাবিয়া, আমি এই ক্ষুদ্র "উন্মাদ মন" রচনা করিয়া তোমার সেই "**স্বর্গীয় করকমলে**" অর্পণ করিলাম।

বৈশাখ
১২৯৫

অভাগা
শ্রী প্রমোদ

উন্মাদ মন।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

সতীর ব্রত।

"কাঁদিতে কাঁদিতে ওরে
চলিলাম জনমের তরে"

—কেমন করিয়া জানিব কেন সোমবার রাত্রি আসিয়াছিল—কে বলিতে পারে কেন সোমবার রাত্রি পোহাইয়াছিল;—কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই দিন—কেমন করিয়া জানিব কেমন সেই দিন, সেই দিন—সেই যে—সেই যে দিনে আমার অদৃষ্ট ভাঙ্গিল,—আমার ছার কপাল পুড়িয়া গেল—কেমন সেই দিন। উদাস মনে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে আসিলাম,—উঃ কেমন সেই দিন। যে দিন হইতে ভবসংসার চিনিলাম—, দুঃখ যে কি তাহা বুঝিলাম—, শোকে যে কেন বিহ্বল হই তাহা স্পষ্টরূপে জানিলাম—কেমন সেই দিন। যে দিনে আমার হৃদয়স্থিত অপরিসীম প্রণয় জলে ভাসিয়া গেল, হায় হায়, করিতে প্রাণের কাতরতা বাড়িল, হৃদয়ের যাতনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল,—ওগো কেমন সেই দিন। হৃদয় ফাটিয়া যাউক, পৃথিবী জলময় হউক, তবু ভাবিতে পারিব না—কেমন সেই দিন।

ভাই! স্থির হও, কাঁদিওনা, কাঁদাইওনা, বুঝিতে দাও—কেমন সেই দিন। যে দিনে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,

কপাল পুড়িয়া গিয়াছে, অভিলাষ আশাহীন হইয়াছে, প্রণয় অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে—ভাই! ঠিক ভাবি—কেমন সেই দিন।

ভাবিতে গেলে ভাবনা শুকাইয়া যায়, ভাবনা না আসিতে আসিতে কান্না পায়, বুক ফাটিয়া যায়, হৃদয় শতধা হয়। ভাবিলাম কার তরে কাঁদি—কি জন্য কাঁদি—কেন কাঁদি। যে আমায় কাঁদাইল সে এখন আমার কোথা। সে এখন আমার কোন লোকে—কোন সংসারে, জান? হ্যাঁগা, তোমরা জান কি? সে এখন আমার কোথা—কোথায় কেমনে আছে—জানি—জানি, সে এখন আমার স্বর্গে—সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে—সেই অনন্ত সুখনিদান স্থানে—কেন সে এখন স্বর্গে—কেন সে ভবসংসারের মায়া কাটাইল,—কি দোষে সে আমায় ত্যাগ করিল—কি অপরাধে সে আমায় ছাড়িয়া চলিয়া গেল? —কি অপরাধে সে আমার চলিয়া গেল? তাই যদি জানিব, তবে কাঁদিব কেন। ওহো জানি—জানি—জানি—আমায় যে সে ছলিতে আসিয়াছিল, ছলিয়া দেখিল আমি নীরস, আমি প্রস্তরবৎ কঠিন, তাই সে চলিয়া গেল। আমাতে তাহার সুখ হইল না, ভবিষ্যতে সে আমায় লইয়া সুখী হইতে পারিবে না—তাই ভাবিয়া সে আগে হইতে চলিয়া গেল। আমি পিছনে পড়িয়া রহিলাম। তাহার জন্য কেবল কাঁদিতে রহিলাম।

ভাই মানি, তুমি ত তাহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলে! তোমাকে কি সে কিছু বলিয়া গেছে? বল, ভাই বল, তোমায় সে কি বলিয়া গেল? ভয় নাই, আমি কাঁদিব না, কেন—কি

জন্য কাঁদিব—আমি স্বইচ্ছায় যাহারে হারাইয়াছি, তাহার জন্য আবার কেন কাঁদিব? আমার অন্তর পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন, নহিলে আমি কেমন করিয়া এখন স্থির আছি?—

যখন তাহাকে ঢলিয়া পড়িতে দেখিলে, তখন কেমন করিয়া তুমি নীরব ছিলে—কেন তুমি তখন তাহাকে জিজ্ঞাসিলে না, "কোথা যাও"?—স্বামী ছাড়িয়া—এমন সুখের প্রণয়ে জলাঞ্জলি দিয়া—পতির হৃদয় চিরতিমিরাবৃত করিয়া কোথা যাও?—তুমিও কি আমার মত পাষাণ? বেশ করিয়াছ—তুমি জিজ্ঞাসা কর নাই, ভালই করিয়াছ—নহিলে ত সে আমায় শিক্ষা দিতে পারিত না—আমিও ত শিক্ষা পাইতাম না—আমি আমার কর্ম্মমত ফল পাইয়াছি—আমার মত পাষাণ কয় জন আছে?—

প্রিয়তমে! তুমি আমায় ত্যাগ করিয়াছ—আপনার প্রাণত্যাগ করিয়া সতী নারীর মাহাত্ম্য দেখাইয়াছ—কিন্তু কেন যে তুমি ত্যাগ করিলে তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। তুমি আমায় কি ওজনে, কি পরিমাণে, কতদূর ভালবাসিতে, তাহা ত আমি জানিতাম, তবে তুমি কেন আমায় ত্যাগ করিলে? আমি কি তোমায় অযত্ন করিতাম—বা কখন করিয়াছিলাম, তাই তুমি আমায় ছাড়িয়া গেলে? যাও—ছাড়িয়া যাও—কিন্তু আমি তোমায় এ জনমে ছাড়িব না।—

যদি ছাড়িয়া যাইবে তবে তোমাতে কেনই বা এত মজিলাম—যদি মজিলাম, তবে তোমার সঙ্গে গেলাম না কেন? মজিয়াছি—আজীবন তরে মজিয়াছি। যত দিন তোমায় আমায় আবার দেখা না হইবে, তত দিন তরে মজিয়া থাকিব।

প্রাণেশ্বরি! তুমি ভাবিও না যে আমি তোমাতে তোমার মত মজি নাই। তুমি আমাতে যে প্রেম বন্ধন দৃঢ় করিয়াছ— যে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছ তাহা এ জনমে কখনও শিথিল হইবে না।

আমায় তুমি ছাড়িয়া যাইবে জানিলে আমি কখনই তোমাতে এত মজিতাম না—তোমার গুণ দেখিয়া কখনই এত বিমুগ্ধ হইতাম না—আমার ভোলা মন ভুলিয়া গিয়া ছিল। কেন ভুলিয়া গিয়াছিল? কে বলিতে পারে—কেন ভুলিয়া গিয়াছিল—কে জানিবে কেন ভুলিয়া গিয়াছিলাম—

এত কথা কোথা হইতে শিখিয়াছিলে—তোমার হৃদয়ে এত কথা কোথায় গোপন ছিল? কানাই—দাদা! তুমি ত সকলই শুনিয়াছ, সে যাইবার আগে আমায় কত কথা বলিয়া গেল! তাহার প্রত্যেক কথা এখন আমার হাড়ে হাড়ে বিদ্ধ আছে—পঞ্চভূতে পঞ্চভূত মিশাইলেও তাহা ত কখন ভুলিতে পারিব না। যখন আমি তাহারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—প্রিয়তমে! একি! কি করিলে? তুমি কোথা চলিলে—আমায় ছাড়িয়া কোথা চলিলে—তখন সে আমায় কি উত্তর দিয়াছিল?—ভাই! মনে আছে ত?—সে তখন আমায় কি উত্তর দিয়াছিল—প্রত্যুত্তরে সে আমায় কি বলিয়াছিল—"আমি বড় নিষ্ঠুর, আমি বড় পাষাণী, তাই এত অল্প বয়সে তোমাকে ছাড়িয়া—তোমার প্রণয় ছাড়িয়া—তোমার দেবতাদুর্লভ হৃদয় ছাড়িয়া চলিলাম—আমি চলিলাম—আমি অল্পায়ু হইয়া এ জগতে আসিয়াছিলাম—তাইত আমি চলিলাম—এ জনমের মত চলিলাম—এ জনমে আর

আমাদের দেখা হইবে না—তুমি কাঁদিও না—তুমি আমার জন্য দুঃখিত হইও না—যে তোমারে লইয়া সুখী হইতে পারিবে এমন লোক খুঁজিয়া আবার বিবাহ কর—ঘর সংসার কর—চিন্তা কি—এক যাবে—আর হবে—কেবল কিছু দিনের জন্য স্মৃতি থাকিবে। আর যদি তাহা না পার, তবে আইস—সাহস থাকে ত আইস—আমার সঙ্গে আইস—আইস দুইজনে একত্রে যাই—তথায় গিয়া মনের সুখে খেলা করি।

তথায় গিয়া তেমনি করিয়া ডাকিব—তেমনি করিয়া তোমায় লইয়া ছেলে খেলা করিব, তেমনি করিয়া তোমায় লইয়া রঙ্গরস করিব—তুড়ি দিয়া ইসারা করিয়া এখানে যেমন ডাকিতাম—কি খেলা করিব, ভাবিয়া না পাইলে যেমন গায়ে জল ছিটাইয়া দিয়া হাসিতাম—তাহাতে কখন তুমি রাগ করিতে—কখন হাসিতে—আবার কখন বা পাগলিনী বলিয়া আদর করিয়া চুম্বন করিতে—তথায় সেইরূপে সেইরূপ খেলা করিব। সেখানে কাহাকেও দেখিয়া লজ্জা করিতে হইবে না—গুরুজনকে দেখিয়া ভয় করিতে হইবে না—কত মন সুখে দুজনে খেলা করিব। আইস—আমার সহিত আইস। ভয় কি? কাঁদ কেন? ছি! অমন করিয়া কি কাঁদিতে আছে—আমি যে যাই—তুমি হাস—তোমার হাসিভরা মুখখানি দেখিতে দেখিতে মনের সুখে মরি।’’

আরও কত কথা বলিয়াছিল, আমার সব ঠিক স্মরণ নাই—কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিয়াছিল—“হায়! পৃথিবীতে কেনই বা আসিলাম—আর কেনই বা চলিলাম। আমার সকল সাধ যে পুরিল না—আমি মনে মনে কত গড়িতাম—

কত ভাসিতাম—তোমায় লইয়া কত সুখী ছিলাম—বিধাতা আমার সব আশায় ছাই দিলেন। যাক! আর দুঃখ করিব না; তুমি কাঁদিও না—আমার পশ্চাৎ আইস, তথায় দুজনে কেমন একত্রে থাকিব”

এই বলিয়া সে আমায় ছাড়িয়া গেল। সতীর ব্রত শেষ হইল!—

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

শ্মশান ভূমি।

"That undiscovered country, from whose bourne
No traveller returns———"

Shakespere.—

ওঃ এই সেই স্থান—এই সেই পবিত্র স্থান—এই সেই সুখময় স্থান—এইখানে আমার প্রিয়তমার বিসর্জ্জন হইয়াছে। এই খানে আসিলে সকল সুখ, সকল দুঃখ, সকল চিন্তা, সকল অভিলাষ ফুরাইয়া যায়—সকল বস্তুরই অবসান হয়। শ্মশানে আসিতে কেহ কাঁদেনা, কেহ হাঁসে না, কেহ দুঃখ করে না, কেহ সুখী ও হয় না। এই মধুর স্থানের মহিমা বাক্যে হয় না—বর্ণযোজনায় ও হয় না। কি রাজা, কি ধনী, কি নির্দ্ধন, কি রোগী, কি অনুতাপী যে কেহ হউক না কেন সকল—কেই এখানে আসিতে হইবে, সকলেই এখানে আসিয়া

শান্তিলাভ করিবে।—'আমির' আমি ত্ব ঘুচিয়া যাইবে।

হরি, হরি! কি লিখিতে, কি লিখিতেছি, কি বলিব, বলিয়া,কি বলিতেছি। শ্মশান ভূমিতে আমার দরকার কি, যবে আসিব—তবে আসিব এখন তো আসিনা? এখন যে আসিয়াছে তাহার কথা বলিব। কৈ! সে আমার কোথা, এই শ্মশানে যে আপনার দেহ ছাই করিয়াছে, সে আমার কোথা—আমি এই শ্মশানে যাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছি, সে আমার কোথা—যে আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে—আমার মায়া কাটাইয়া গিয়াছে—সে এখন আমার কোথা? ওঃ, সে আমার এই ভূমিতে ছাই হইয়া গিয়াছে।

তারে কে না ভালবাসিত—কে না যত্ন করিত? সে পিতা মাতার স্নেহে প্রতিপালিত—আমার যত্নে বর্দ্ধিত—আমার বন্ধু বর্গের আলাপে উন্মত্ত—সে এখন আমার কোথা? জগৎ খুঁজিয়াও তাহারে ত আর পাইনা। শ্মশান, হে সুখময় শ্মশান, তুমিই এখন তরে আলিঙ্গন করিয়াছ; বলিয়া দাও, সে এখন আমার কোথা।

নগেশ,—উত্তর দাও, সে এখন আমার কোথা—তুমিই ত ভাই তারে ছাই করিয়াছ—তুমিই ত আমার সোনার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়াছ—ভাই, উত্তর দাও, তারে কোথা রাখিয়াছ। ভাই, কেন তুমি তারে ছাই করিলে, সে তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিল, তাহা বলিয়া দাও। তুমি ভাই কেন তারে ছাই করিলে—সে, যে আমার দেহের বল, জীবনের শোণিত, প্রাণের প্রাণ ছিল। সে যে আমার গৃহের লক্ষ্মী, হৃদয়াকাশের শুভ্র চন্দ্র, সংসারের সহচরী ছিল। তারে হারাইয়া আমি যে সকলই আঁধার দেখিতেছি! আমার

প্রাণের ভিতর হু হু করিতেছে। কেন ভাই, তবে তুমি তারে ছাই করিলে—কেন তবে তুমি আমার সেই সোনার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিলে? এই জন্য আমি কি তোমায় বন্ধু ভাবিয়া আলিঙ্গন করিয়া ছিলাম? যাহাহউক, প্রতিফল দিলে ভাল।

শ্মশান, তুমিই বা কেমন পাষাণ, তুমিই বা কেমন করিয়া, কোন প্রাণে, তাহারে ভস্ম করিয়া ফেলিলে? তোমার প্রাণে কি একটু ও মায়া হইলনা, একটুও দয়া হইল না, অনায়াসে অমন ননীর অঙ্গ ছাই করিয়া ফেলিলে। তাহার জন্য আমার বক্ষ যে ফাটিয়া যাইতেছে—তাহা কি একবারও ভাবিল না? আমি যে ভাই তাহার জন্য অবিরল চক্ষের জল ফেলি-তেছি—আমার অন্তর সদাই এখন তাহার জন্য কাঁদিয়া উঠি-তেছে—এখন তারে হারাইয়া পাষাণবৎ হইয়া গেছি—তাহা কি ভাই তুমি একবার ভাবিয়া দেখিলে না! ভাবিয়া দেখা কি তোমার একবার উচিত ছিল না? ছিল বটে!—কিন্তু তুমি ভাবিবে কেন—তোমার দরকার কি? আমি তোমার কে?

আমাতে তোমার এত মায়া বসিবে কেন? আমার দেখিয়া তুমি এত দুঃখিত হইবেই বা কেন—তোমার কি দায় পড়ি-য়াছে! আমার প্রতি যাহার মায়া ছিল, সে যখন আমার মায়া কাটাইতে পরিয়াছে—তখন অন্যে পরে কা কথা—তখন তোমার মায়া না হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়—? শ্মশান আমি তোমার মায়া চাহি না—আমি এখন জগতের কিছু মাত্রেরও প্রয়াসী নহি—কিছুই আমার ভাল লাগেনা—আমাকে ও কাহার ভাল লাগেনা। চাঁদের হাসি, ফুলের গন্ধ, পাখীর

ডাক, তারার ছটা, প্রেমিকের উল্লাস—আমার ভাল লাগেনা; তপনের আলো, মলয় পবন, নীল আকাশ, নবদূর্ব্বাদল আমার ভাল লাগেনা; নিদাঘের উত্তাপ, বরষার জল, হেমন্তের শিশির, শীতের কাঁপুনি, বসন্তের আহ্লাদ—আমার ভাল লাগেনা; মেঘের গর্জ্জন, ঝরণার জীবন, ময়ূরের নৃত্য, নদীর তরঙ্গ—আমার ভাল লাগেনা; এসব দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে—কেমন তর হইয়া যায়!

ভাগিরথি, শ্মশান ভূমির চরণ প্রক্ষালন করিতে করিতে সাগরে ত ছুটিয়া চলিয়াছ, উন্মত্ত হইয়া, দিগ্বিদিক শূন্য ভাবিয়া ত ছুটিয়াছ—তরঙ্গ তুলিয়া, নাচিতে নাচিতে, আলুথালুবেশে প্রণয়ে পাগল হইয়া, সাগর সঙ্গমে ত ছুটিয়া যাইতেছ—কাহাকেও ভ্রুক্ষেপ নাই——দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই দিশেহারা—উন্মত্ত। তোমার বক্ষে যাহারা ভাসিতেছে, তোমার তীরে যাহারা দাঁড়াইয়া আছে, তোমার গর্ভে যাহারা নিহিত আছে—কৈ একবার ও তাহাদের দিকে দেখ কি? ঐ যে তোমার তীরে, গাছের ডালে, কোকিল প্রণয়ে উন্মত্ত হইয়া কুহু কুহু রবে গলা ছাড়িয়া ডাকিতেছে—কৈ! এক বার ওর দিকে কি দেখিয়াছ—ও কি চায়, তাহা কি জিজ্ঞাসা করিয়াচ—কেন ও অমন করিয়া মাথা কুটাকুটী করিতেছে—— তাহা কি এক বার ভাবিয়াছ—ঐ যে তোমার জলে কত লোক খেলা করিতেছে, তোমায় লইয়া তোমাতে যে, মিশিয়া যাইবার জন্য প্রয়াস পাইতেছে—উহাদিগকে কি কিছু একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছ—উহারা কি চায়? আবার এদিকে তোমার তীরে, শ্মশান ভূমির উপরে, কতলোক কত বস্ত্র হায়া

ইয়া কাঁদিতেছে, তোমার জলে চক্ষের জল মিশাইবে বলিয়া, পাষাণবৎ স্থিরভাবে তোমার তীরে দাঁড়াইয়া, বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিতেছে, ডাকছাড়িয়া চীৎকার করিতেছে,—উহাদিগকে কি তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছ—? হরি! হরি—তোমার এত দায় কি, তোমার এত মাথা ব্যথা কেন, উহাদের দুঃখ দেখিয়া তোমার কাজ কি? তুমি এখন প্রণয়ে উন্মত্ত, নাচিতে নাচিতে কুল কুল রবে সাগরে ছুটিয়াছ।

তুমি ও উন্মত্ত,—আমি ও উন্মত্ত, তবে তুমি একভাবে উন্মত্ত আমি অন্যভাবে উন্মত্ত—তুমি হাসিতে হাসিতে উন্মত্ত—আমি কাঁদিতে কাঁদিতে উন্মত্ত। কি পরিতাপ! কি মনস্তাপ!! ঈশ্বরের লীলা কে বুঝিতে পারে; একজন সুখে পাগল—একজন দুঃখে পাগল। আমি দুঃখে পাগল, ভাগিরথি! আজি আমি দুঃখে পাগল—আমি তোমার তীরে আসিয়াছি—আজি আমি তোমার তীরে কাঁদিতে আসিয়াছি—আজি আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া এইখানে আমার জীবন ক্ষয় করিব বলিয়া আসিযাছি। তুমি আমায় আলিঙ্গন কর। মা তোমার ঐ জীবনের এক কোঁটা স্থানে আমার স্থান দাও—আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাক্—পৃথিবীর সকল সাধ ফুরাইয়া যাক্।

ভাগিরথি! আইস, আলিঙ্গন করি—তুমি আমায় আলিঙ্গন কর—আমি তোমায় আলিঙ্গন করি। তোমার ঐ তরঙ্গ ক্ষিপ্ত জলে আমার এ অসার জীবন ভাসিয়া যাউক। তাহা হইলে সকল আপদ মিটিয়া যাইবে—সকল শোকের নিবারণ হইবে।

আয় মা! আয়, তোরে একবার বক্ষে ধারণ করি—এক বার মা বক্ষে ধারণকর—হৃদয়স্থিত আগুণ শীতল হ'ক। ছা

মা! যে আগুনে আমি প্রজ্বলিত—সে আগুন কি আর এজনমে শীতল হইবেনা—চিরকাল তরে কি এই রূপে জ্বলিতে থাকিবে?

ওমা পাষাণের মেয়ে! তুই মা কি এত নির্দ্দয়—তোর প্রাণে কি একটুও মায়ার সঞ্চার হইল না, এত কাঁদিলাম, এত মিনতি করিলাম, তবুও ত মা তোর প্রাণে একটুও দয়া হইল না, এত টুকু দুঃখ হইল না—ওঃ বুঝিয়াছি, তুই যে মা পাষাণের মেয়ে মা, পাষাণ যে তোর বাপ্, তুই ও তাই পাষাণী—সে নামের কি কলঙ্ক হয়!

আমি মা, তবুও, এইস্থলে কাঁদিতেই থাকি!——

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

সে আজি কোথায়?

"—And what of her? asked I" "has anything happened to her?"

Washington Irving.

"————কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?"

মেঘনাদ বধ।

—ওরে সব ফাঁক্ রে—আমি ফাঁক্—সে ফাঁক—তুমি ফাঁক্ সব ফাঁক্ রে! সব ফাঁকি রে—আমার নয়নে আজ সব ফাঁকি

—সব শূন্য—সব কালো—সব আঁধার ! আকাশ আঁধার—অনন্ত আঁধার—পৃথিবী আঁধার—আমি আঁধার—সে আঁধার—সব আঁধার—সব শূন্য—সব আঁধারে আঁধারে মেশামিশি !

যাহা দেখি, সকলি যেন শূন্য—সকলি নীরস—সবই মধুরতা হীন ; যাহাকে দুইদিন আগে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া গিয়াছিল, আজি তাহার দিকে দেখিলে প্রাণ কাতরে কাঁদিয়া উঠে ; যাহার বিষয় ভাবিয়া একদিন আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়াছিলাম, আজি তাহার বিষয় ভাবনা দূর হউক, তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন নয়নে পতিত হইলে হৃদয় ফাটিয়া যায়, কিছুই ভাল লাগে না ;—ওরে সব ফাঁক—

ওরে এক ব্যতীত সব ফাঁক—তাহার ফাঁকে আমার সব ফাঁক্। সে যখন আমার আমায় ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তখনি আমি ফাঁকি পড়িয়াছি,—এ বিশ্বসংসারে আমি ফাঁকি পড়িয়াছি ; আজি আমি এ সংসারে একাকী, আমায় দেখিবার কেহ নাই—আমায় ভাল বাসিবার কেহ নাই—আমায় স্নেহ করিবার কেহ নাই। যে আমায় ভালবাসিত, স্নেহ করিত, প্রাণ ভরিয়া আমায় দেখিত—সে আজি আমায় ফাঁকি দিয়াছে।

বহুমূর্ত্তিময়ীবসুন্ধরে, আজি আমি ফাঁকি পড়িয়াছি, আজি আমি তোমার গর্ভে স্থানভ্রষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, তোমার নয়নানন্দ শোভা আজি আমার নয়নে ফাঁক্ ফাঁক্ ঠেকিতেছে। তুমি আজি আপন সৌন্দর্য্যে কেমন শোভিত, তোমার ঐ নবদূর্ব্বাদলাবৃত, বৃক্ষরাজী-পরিবেষ্টিত, সুন্দর দেহখানি কেমন মধুর ! বক্ষোপরি ঐ যে অভ্রাচ্চ গিরি-শৃঙ্গ নীলিমা স্পর্শ করিতে হাত বাড়াইতেছে, ওগুলি কেমন

স্থিরভাবে, নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! তোমার গর্ভে কত নদ নদী চিত্রিত রহিয়াছে—উহারা কেমন সুন্দর! বনকুসুম সমূহ বনাভ্যন্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া তোমার বক্ষে সমীরণ সনে কেমন খেলা করিতেছে—দিগ্দিগান্তরে সমীরণ গন্ধ লইয়া কেমন উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়াছে—এ গুলি কেমন হৃদয়ানন্দ-দায়িনী—আহা, মরি মরি! মা, তুমি আজি কি সুন্দর সাজে সাজিয়াছ; কিন্তু মা, আজি তোমার এ শোভা কেন আমার নয়নে ফাঁক্ ফাঁক্ ঠেকিতেছে; কেন মা আমি কাহারও দিকে তাকাইতে পারিতেছি না—ওঃ বুঝিয়াছি—আজি যে আমি ফাঁকিময় জগতে!

—ওঃ বুঝিয়াছি, আজি আমি ফাঁকিময় জগতে, তাই আমার নয়নে সকলি ফাঁক্ ফাঁক্ ঠেকিতেছে—জগৎ ফাঁক্ আমি ফাঁক্—আমার হৃদয় ফাঁক্—। অন্তরে যে ফাঁক্ চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে তাহা আর এ জনমে পূর্ণ হইবে না। যে বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে,—দিলেও—সে বাঁধ আর থাকিবেনা।

অট্টালিকা, তুমি ত বসুমতীর উপরে ঠিক্ পূর্ব্বের মতন দাঁড়াইয়া আছ? তোমার অভ্যন্তরস্থ গৃহ গুলিও ত ঠিক সেইভাবেই আছে,—গৃহসজ্জাগুলিও ঠিক্ত সেইমতই আছে—দেয়ালে চিত্র, মেজেতে পালঙ্ক, হুকে আয়না দেরাজে কাপড়—আলমারিতে পুতুল—সকলই ত ঠিক্ সেইরূপ ভাবেই আছে—বাক্সপূর্ণ খেলনা, তাকে কেতাব, কাগজ, কলম, পেন্‌সিল, যাহা যেখানে ছিল, সবই ত পূর্ব্বের মতন, সেই-স্থানেই—সেই ভাবেই আছে—তবে কেন গৃহ, তোমায় ফাঁক্ দেখিতেছি, তোমাকে প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন তুমি আঁধার,

তোমাতে কি যেন নাই, কি যেন তুমি হারাইয়াছ, তোমাকে প্রবেশ করিলে এখন প্রাণ আপনা আপনি কাঁদিয়া উঠে—সবেতেই অরুচি—কেবল তাহারে পাইতে বাসনা জন্মে।

তুমি যাহারে হারাইয়াছ—আমি আগে যাহারে চিনিতে পারি নাই, এখন কেবল তাহারে পাইতে বাসনা জন্মে কেন? লালসা বৃদ্ধি হয় কেন? গৃহ, তুমি কাঁদ—আমিও এইখানেই কাঁদিতে থাকি, গৃহ তুমি ত তাহারে বক্ষে লইয়া কত খেলা করিয়াছিলে—কতদিন, কত ভাবে, কতপ্রকারে কত খেলা করিয়াছিলে, কখন সে তোমার মেজেত শুইত, কখন পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকিত, বাক্স লইয়া কাগজ কলম বাহির করিয়া, লিখিতে বসিত, লিখিতে লিখিতে তোমার অঙ্গে কত কি লিখিত তাহাও ত তুমি জান।

ওরে, আমার সব যে পড়িয়া রহিয়াছে—ঘর আমার খাঁ খাঁ করিতেছে—মরুভূমির বালুকারাশির ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে—চিরকালতরে সাগর-জীবনে চড়া পড়িয়াছে। গৃহ, সে বিনা আজি তুমি শূন্য,—যখন সে ছিল—ঠিক বল দেখি, তখন তোমার প্রাণে কত সুখ ছিল—আমার প্রাণে কত আনন্দ ছিল—, তোমার অভ্যন্তরস্থ সকল বস্তু হাঁসিত কি না—ঠিক্ বল দেখি, হাঁসিত কি না? গৃহ,—তুমি হাঁসিতে, আমি হাঁসিতাম, সে ও আমার তোমার লইয়া সদাই হাঁসিত। কিন্তু আর সে হাঁসি নাই—আমার হাঁসি নাই—তোমার হাঁসি নাই, তার ও হাঁসি নাই,—সেই সোনামুখীর হাঁসি আর নাই।

সেই সোনামুখের সোনামাখা হাঁসি আর নাই, জগৎ খুঁজি, কিন্তু সে হাঁসি আর পাই না,—সে হাঁসি আর কোথাও

নাই; গিরির গহ্বরে, তপনের কিরণে, চাঁদের আলোতে, তারার ছটাতে সে হাঁসি আর নাই, বৃক্ষপত্রে, নদী-জীবনে, পাখীর কূজনে, পরিমলময় সমীরণে সে হাঁসি আর নাই; সন্ধ্যাসমাগমে, উষার আগমনে, ফুলের সৌরভে, সরসীহিল্লোলে সে হাঁসি আর নাই; সে হাঁসি টুকু আর কোথাও নাই—জগৎ ফাঁক্।

তপনদেব, তোমার উদয়ে আজ ত প্রাণে সুখ হইল না; তুমি ত জগতকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনিতে আসিয়াছ—জগৎকে হাঁসাইতে আসিয়াছ কৈ, আমার হৃদয়ের অন্ধকার ত দূর করিতে পারিলে না—আমায় ত হাঁসাইতে পারিলে না? কাল যখন তুমি এমনি সময়ে নীলাকাশে উদয় হইয়াছিলে, তখন তোমায় দেখিয়া কত আনন্দ হইয়াছিল, —কত হাঁসি হাঁসিয়াছিলাম, সৌধশিখরে, নীলাম্বরে, জাহ্নবী জীবনে তোমার তরুণ কিরণ কেমন সোনার ন্যায় ঝকিতেছিল, তাহা দেখিয়া কাল কত বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু আজি আমি এখন এমন কেন? তোমায় দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁদে কেন? কেন কাঁদে, কেমন করিয়া জানিব কেন কাঁদে—তুমি আজি আমার নয়নে—ফাঁক্।

প্রাঙ্গন তুমি, আজি এ কি হেরি—তুমি ও যে আজি ফাঁক্, তোমারও বক্ষস্থল আমার ন্যায় যে ঘোরতর তিমিরাবৃত—তুমি আমার নয়নে আজি নিশ্চেষ্টভাবে ধরায় পড়িয়া রহিয়াছ;—আগেকার মত তোমার বক্ষে সকলি ত বিরাজ করিতেছে—অট্টালিকা, বৃক্ষরাজি, শ্যামল নব-দূর্ব্বাদল, সকলি ত আছে, তথাচ তুমি আমার নয়নে আজি ফাক

কেন ? বুঝিয়াছি—কেন ফাঁক, তুমি এক মহারত্ন হারাইয়াছ, কৈ রে, কৈ আজি আমার সে মহারত্ন কোথায় ? যে রত্ন আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়াভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত ছিল, আজি আমার সে রত্ন কোথায় ? যাহার পলকমাত্র অদর্শনে পৃথিবী একদিন শূন্য বোধ হইত, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবর্গের সহিত সম্পর্ক উঠিয়া যাইত, হায় ! আজি আমার সে রত্ন কোথায় ? যাহাকে আমি হৃদয়ের আধখানা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, বুকে বসাইয়া ও মন স্থির হইতনা—কোথায় বসাইব ভাবিয়া নিরন্তর আকুল হইতাম, যে রত্ন কোথায় রাখিলে নির্ব্বিঘ্নে থাকিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতাম না, হায়, আজি সে রত্ন আমার কোথায় ? কোথায় সে রত্ন রাখিয়াছি ?—কেউ কি জান, কেউ কি বলিয়া দিতে পার, কোথায় সে রত্ন রাখিয়াছি ? কেই বা জানিবে— আর কে-ই বা আমার কথার উত্তর দিবে—অট্টালিকা, তোমাতে ত বহু সন্ধান করিয়াছি, তোমার প্রত্যেক গৃহ পাতি পাতি করিয়া ত খুঁজিয়াছি—কৈ কোথাও ত তাহার দেখা পাই নাই—তোমার নিকট কি আমি সে রত্ন রাখি নাই ; তবে সে রত্ন আমার কোথায় ?

ও মা ভীমশক্তিধারিণী মেদিনী, তুমি ত সকলকেই তোমার বুকে ঠাঁই দিয়াছ—জীবনে ও তোমাতে ঠাঁই—মরিলে ও তোমাতে ঠাঁই ; মা. তুমি, সকলের মা ; সকলের জুড়াইবার এক মাত্র স্থান, তুই মা, তুই কি মা আমার সেই রত্ন—সেই মহারত্ন—রাখিয়াছিস, যে রত্ন আমি কোথাও মা খুঁজিয়া পাই-তেছি না তুই কি মা তাহাকে রাখিয়াছিস ? বল্ মা, বল্ সে এখন আমার কোথা, কোথায় কোন স্থানে—কেমনে সে আছে—? ও মা ; উত্তর দে—ও কি – নীরব যে—;

প্রতিধ্বনি, উত্তর দাও, সে আমার কোথা; তোমায় ডাকিলে সকলেই ত উত্তর পায়, সময়ে—অসময়ে, আমোদে—দুঃখে যখন যে তোমায় ডাকে, তখনই সে ত উত্তর পায়; ভাই, এখন তুমি আমার কথার উত্তর দাও— নহিলে তোমার ভাল হইবে না,—প্রতিধ্বনি, ভাল করিয়া বলিতেছি, মিনতি করিতেছি, সাধিতেছি, পায়ে ধরিতেছি একবার বলিয়া দাও—সে আমার কোথায়?—ওকি—একটা ফাঁকা আওয়াজে যে উত্তর দিলে—বটে—আমায় এখন বিদ্রূপ করিতেছ, কর ভাই, কর, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই— আমার কিছুতেই দুঃখ নাই—কিছুতেই ক্ষোভ নাই।

জননী, আপনি ত তার গর্ভধারিণী—দশ মাস দশ দিন-কাল তারে ত উদরে স্থান দিয়াছিলেন—কত যত্নে, কত স্নেহে, কত আদরে, তারে মানুষ করিয়াছিলেন—দুঃখে, শোকে সে ত আপনারই কোলে গিয়া জুড়াইত, আপনি ত কত মধুর বচনে তাহারে তুষিতেন—মা গো, সে ত আপনার নিকট কত আব্দার করিত, কত কথা বলিত—কিন্তু মা এখন সে কার কাছে আব্দার করিতেছে—কার কোলে গিয়া মাথা রাখিয়াছে কে তারে, তার দুঃখে এখন সান্ত্বনা করিতেছে?

মা, সে যাইবার সময়ে,—আমারে ছাড়িয়া যাইবার সময়ে—সে ত আপনারই কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল "মা, আমি চলিলাম" তবে আপনি ত জানেন সে এখন আমার কোথা,—এখন বলিয়া দিন, সে আমার কোথায় আছে?—আপনি তাহারে কোথা রাখিয়াছেন?—কোথায়, সে কেমনে আছে?

মা, আপনার কি, এখন এই উচিত হইল,—এক বস্তু দিয়া তাহা আবার কাড়িয়া লইলেন, আমাকে ত বিশ্বাস করিয়া দিয়াছিলেন, কৈ আমি ত কিছুই অবিশ্বাসীর কাজ করি নাই,—তবে কেন আপনি আবার ফিরাইয়া লইলেন? ভাল, বেশ করিয়াছেন,—আপনার কাজ, আপনি করিয়াছেন—কিন্তু মা, আমার যে আজ সব—আঁধার।

দিদি, তুমি তার সহোদরা,—তুমি তারও সহোদরা, তাই আমারও সহোদরা— তাই তোমায় এত আমার ভাল লাগে,—তার গন্ধ যাহাতে আছে, তাহাই এখন আমার ভাল লাগে; দিদি, আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি আমায় ভাল বাস—ভগি, তাই তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—ভগি, ঠিক বল দেখি, সে এখন আমার কোথা আছে—তারে, ভগি কোথায়, কেমনে রাখিয়াছ; তুমি ত দিদি, তার সকল কথা জান—সে কি খাইতে ভালবাসিত, কার কাছে থাকিতে ভাল বাসিত, সব ত দিদি, তুমি জান; এখন বল দেখি, সে আমার কোথায় লুকাইয়া আছে?

দিদি,সে যে আমায় পাইলে আমোদে আটখানা হইত, আমি যাইলে, কোথায় আমায় রাখিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না —উল্লাসে মাতোয়ারা হইয়া দিগ্বিদিক্ শূন্য দেখিত; চারিদিকে ছুট্ ফট্ করিয়া বেড়াইত—তাহা ত সকলি তুমি জান, সাই ত তুমি নিজ-নয়নে দেখিয়াছ—ডিবে ভরিয়া পান, বিমল শয্যা, আপন হস্তে প্রস্তুত করিয়া রাখিত; আমায় লইয়া কত ছেলেখেলা করিত— তাহা ত সকলি জান, দিদি—ভগি—সহোদরে, উত্তর দাও, তবে সে কেন আমায় ছাড়িয়া গেল?—সে ছাড়ে নাই—

তুমি তারে লুকাইয়া রাখিয়াছ ; দাও—অভাগার ধন অভাগাকে ফিরাইয়া দাও, মিনতি করি—একবার তারে দেখাও— একবার বলিয়া দাও—তারে কোথায় রাখিয়াছ। বেশ—ভাল, পাগলের কথা শুনিয়া তোমার হাসি আসিল—ভাল—ভাল—ওরে আমার আজ সব ফাঁক্।

তুমি একটুকু হাঁসিয়া সব আমার ফাক্ করিয়া দিলে।——

———※———

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

ভগ্ন হৃদয়।

"As the vine, which has long twined its graceful foliage about the oak, been lifted by it into sunshine will, when the hardy plant is rifted by the thunder-bolt, cling round it with its caressing tendrils and bind up its shattered boughs; so it is beutifully ordered by Providence, that woman, who is the mere dependent and ornament of man in his happier hours, should be his stay and solace when smitten with sudden calamity; winding herself into the rugged recesses of his nature tenderly supporting the drooping head, and binding up the broken heart.

Sketch Book.

রমণীমণি, সংসারে সাহস, সহায়, সম্বল; ইহার আশ্রয়ে শোকার্ত্ত জন, সান্ত্বনা পায়, দুঃখিতজন, সুখী হয়, ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা নিবারণ হয়, মনের মালিন্য দূর হয়, কষ্ট ঘুচিয়া যায়;—কিছুতেই বিকার থাকে না। ঈশ্বরের এমনি মহিমা যে পাছে মানুষ দুঃখে ক্লান্ত হইয়া, জীবনে আশা-হীন হইয়া পড়ে, তাই স্ত্রীরত্ন স্থজন করিয়া মানুষের

পিছনে গাঁথিয়া দিয়াছেন; তাই—স্ত্রীরত্নকে এত গুণে ভূষিতা করিয়াছেন।

দয়ায়, ক্ষমায় জগতে নারীজাতি শ্রেষ্ঠ; আলাপে, প্রমোদে, প্রণয়ে, হর্ষে নারীজাতিই সর্ব্বপ্রধান; দুঃখে, সুখে নারীজাতিই সহচরী; বিপিনে, কান্তারে, বিজনে, ভূধরে, নারীজাতিই মানব প্রাণের একমাত্র অবলম্বন; আজি এই অবলম্বন আমার খসিয়া পড়িয়াছে—এক—দুই হইয়াছে,—হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—।

এক আত্মা দুই হইয়াছে—একঅন্তর দুই হইয়াছে—এক ভালবাসা, এক প্রণয় দুই হইয়াছে—হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—দেহ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে—কিছুতেই আর বল নাই।

মনে, দেহে, জীবনে, আর বল নাই,—কার্য্যে উৎসাহ নাই,—আশায় অভিলাষ নাই,—সকলি ফুরায়েছে,—সকলি ভাঙ্গিয়া গেছে। আকাঙ্খা মিটিয়া গেছে—

ভাঙ্গা মন আর যোড়া লাগিবেনা—দেহ ও আর বলবান হইবে না—শক্তি বিনা, আমি যে শক্তিহীন হইয়াছি সে শক্তির আর আবির্ভাব হইবেনা—চিরকাল তরে সব চলিয়া গিয়াছে—হায়, ওরে চিরকাল তরে সব চলিয়া গিয়াছে,—সব লোপ পাইয়াছে, আশা, শক্তি, স্নেহ, ভক্তি, তেজ, উৎসাহ, বল, বুদ্ধি, যাহা কিছু ছিল, হায়, সব একবারে লোপ পাইয়াছে। ওরে—সব আমার লোপ পাইয়াছে।

যে লতা আমায় জড়াইয়াছিল, তাহা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, যে হৃদয় আমাকে দেবতা ভাবিয়া পূজা করিত, তাহা ভাঙ্গিয়া দুই খানা হইয়া ফাঁক্ হইয়া গিয়াছে। যাহার আমিই

পৃথিবী, আমিই স্বর্গ; আমিই সুখ, আমিই দুঃখ; আমিই জীবন,আমিই মরণ; আমিই আলো, আমিই আঁধার; আমিই স্থল আমিই জল; আমিই বুদ্ধি, আমিই বল; আমিই শোক আমিই সান্ত্বনা; আমিই চিন্তা, আমিই আশা; আমিই যার ধ্যান, আমিই যার জ্ঞান ছিলাম, তাহা ভাঙ্গিয়া দুই খানা হইয়া গিয়াছে।—

———বিশ্বসংসারে শক্তির আরাধনা শান্তিলাভ বা তৃপ্তি লাভ, সে শান্তি, বা তৃপ্তিলাভের লোপ পাইয়াছে—আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যাহা এক ছিল, তাহা এখন দুই হইয়া গিয়াছে।

অভেদ আত্মা, ভেদ হইয়াছে,—অভিন্ন হৃদয়, ভিন্ন হইয়াছে,—স্বপ্নেও যাহা উদয় হয় নাই, তাহা আজি প্রত্যক্ষে উদয় হইল, কল্পনাতেও যাহা ভাবি নাই,—ওরে—আজি আমার তাহাই হইল রে!

জানি না কেন আমার হৃদয় ফাঁক হইল?—কেন এক, দুই হইয়া গেল? একি সেই বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মাধীন,—যে এক হইলে, দুই হইতে হইবে? যাঁর নিয়মে, বায়ু ছুটে, মেঘডাকে, বৃষ্টিপড়ে, চিকুর হাঁসে, এই কি, সেই নিয়মের অধীন—যে নিয়মে ফুল ফুটে, জীব নড়ে, সময় যায়, নদী যায়, ইহা কি সেই নিয়মের বশবর্ত্তী—যে নিয়মে ভক্তির উদয়, স্নেহের সঞ্চার, মায়ায় বশ, শোকে কাতর, আলস্যে নিদ্রা, রোগে যাতনা, মরণে ফাঁক, ফাঁকে আঁধার বোধ হয়, সেই নিয়মের অধীনে কি আমার হৃদয় ফাঁক্ হইয়া গিয়াছে—আমার এক দুই হইয়াছে—?

—কি জানি—কিসে যে, কি হইল—তাহার কি জানি বল—ফল কথা আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি ভগ্ন হৃদয় হইয়া, ভগ্ন মনোরথ হইয়া, ভগ্ন আশা হইয়া, ভগ্নেচ্ছা হইয়া এই ভূমণ্ডলে পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া আছি—আমার সব পুড়িয়া খাক্ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরই করুণ, অদৃষ্টদোষেই হউক,—বা কর্ম্মদোষেই ঘটুক—যাহাই হউক না কেন—আমার সব চুকিয়া গিয়াছে—দেনা পাওনা শোধ হইয়াছে—ভবের খেলা শেষ হইয়া গিয়াছে—সেতারের তার ছিঁড়িয়াছে—বেহালার তাঁত কাটিয়া গিয়াছে।

যে লতা আমার দেহে আদরে জড়াইয়া উঠিতেছিল—তাহা ছিঁড়িয়া পড়িল, রবি উদিতে না উদিতে পশ্চিমাকাশে বিলীন হইয়া গেল—কমলিনী প্রস্ফুটিত হইতে না হইতে বৃন্তচ্যুত হইয়া গেল, হায়, অদৃষ্ট রে আমার—

আমার লীলা এখন সাঙ্গ হল—দ্বারে দ্বারে এখন ভিক্ষা করিতে থাকি,—কিন্তু ভিক্ষা করিতে যাইলে একটা ত কথা চাই—হয় 'জয় রাধাকৃষ্ণ'—নয় 'জয় হরেকৃষ্ণ—একটা ত কথা চাই, কিন্তু আমার কিছুই চাই নাই—কিছুই বলিতে হইবে না—আমার এক কথা—'জয় ভগ্ন হৃদয়' নয় 'জয় পোড়া প্রাণ' যদি কেউ ভিক্ষা না দেয়, তবে এই মহানগরীতে ত অনেক দোকানদার আছে—বিস্তর বাণিজ্যকার ত আছে—নয় তাহাদের নিকট গিয়া বলিব ওগো তোমাদের কাহারও কি 'ভগ্নহৃদয়' চাই গো,— কেউ ভগ্ন হৃদয় নেবে গো,—মূল্য খালি 'ভগ্নহৃদয়' দাও গো ; ও গো, আমার মতন যে ভগ্ন হৃদয় আছ, সে একবার আমার কাছে এসো তারে আমি খালি জিজ্ঞাসা করি যে

তার হৃদয় আমার মতন ভাঙ্গা কি ? তার হৃদয় কতটুকু ভাঙ্গা এক কোন, কি দুই কোন—কি তিন কোন—কি সব ভাঙ্গা কি ? আমার কাছে আসিয়া সে তাহার হৃদয়ের বোঝা নামাইয়া থাক্—আমি তার বোঝা মাথায় করিয়া হাটে বিক্রয় করিব'—ভয় কি, বিস্তর ক্রেতা আছে—দরে বিকাইয়া যাবে। ভাঙ্গা হৃদয় বেচিয়া, ভাঙ্গা হৃদয়ের মহাজন হইব।

কেউ না লয়, তবে পথে যাহাকে দেখিব, তাহাকেই নম্র বলিব ওগো তোমার কি 'ভগ্ন-হৃদয়' চাই গো? এমন জিনিষ যে আর পাবে না, এই সুযোগে কিনিয়া লও—এমন আর সস্তা দরে, সস্তা হাটে—আর পাবেনা—

ভগ্নহৃদয় এই সুযোগে বিনিময় কর—। সকল আশা ফলবতী হইবে।
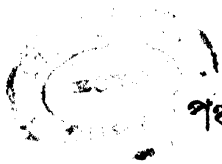
পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

ভাঙ্গা যোড়া যায় কি না ?

"কি করিলে আবার, যেমন ছিল তেমনি হয়।"

বিষবৃক্ষ।

—যাহা গিয়াছে, তাহা কি আর আসিবে না ?—যাহা ভাঙ্গিয়াছি, তাহা কি আর গড়িতে পারিব না ?—যাহা ভাসিয়া গিয়াছে, তাহা কি আর কূলে লাগিবে না ?—চড়াতেও কি

ঠেকিবে না?—কে জানে ঠেকিবে কি, না?—কে বলিতে পারে লাগিবে কি না?

ভাঙ্গা, যোড়া যায় না;—কে বলিল ভাঙ্গা যোড়া যায় না? ঐ যে বড় বাড়ীটী ওখানে দাঁড়াইয়া আছে, উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঠিক্ ঐরূপ কি করিতে পারা যায় না? ঐ যে হুস্ হুস্ শব্দে কল চলিতেছে, ঐ যে জাহ্নবীর বক্ষে সেতু ভাসিতেছে, ঐ যে নৌকা পারঘাটে যাত্রী লইয়া যাইতেছে আবার লইয়া আসিতেছে,—ওই—উহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঠিক্ কি ঐরূপে গড়া যায় না,—আমি জানি গড়া যায়; তবে ভাই, ভাবনা কিসের? আমি যাহা ভাঙ্গিয়াছি তাহা নয় পুনরায় গড়িয়া লইব? কিসের ভাবনা—দুঃখই বা কিসের—ভাঙ্গা, গড়া যায়।

"যাহা যায় ঠিক তাহা আর আসে না; যাহা ভাঙ্গে, ঠিক তাহা আর হয় না;" এই ত শুনিয়া থাকি, লোকেও ত এই কথা বলে, কবিরাও ত এই কথা বলিয়া গিয়াছেন; তবে কি ভাই আমার ভাঙ্গা যোড়া যাইবে না? উঃ কি পরিতাপ, ভাঙ্গা যুড়িতে পারিব না?——

হে ঈশ্বর, হে সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর, হে অনাথ নাথ, হে দীনবন্ধু, আমায় বল দাও, আমি ভাঙ্গা যুড়িয়া লইব। হে বিশ্বনাথ, হে অনাদি, হে অনন্ত, হে সৃষ্টি-ধ্বংস-কারী, আমায় বল দাও, আমি ভাঙ্গা যুড়িয়া লইব। হে প্রভু, তুমি না দিলে, তবে আমি আর কোথা পাইব, কে, আর তবে আমায় বল দিবে? হে বিনাশক, তুমি আমায় বল দাও। আমি ভাঙ্গা যুড়িয়া লই।

আমি ভাঙ্গা যুড়িয়া লইব, প্রভু, তোমার প্রসাদে, তোমার আশীর্ব্বাদে, তোমার অনুকম্পায় আমি ভাঙ্গা যুড়িয়া লইব। প্রভু সকলি ত তোমারই ইচ্ছা, তোমার ইচ্ছা প্রভাবে দিন রাত্রি হইতেছে, সূর্য্য আলো দিতেছে, চাঁদ কিরণ দিতেছে, তারা চিক্ মিক্ করিতেছে; প্রভু, তোমারই কৃপায় ত পাখী রব করে, মানুষ কথা কয়, গাছে ফল ধরে, মেঘ জল দেয়, ময়দানে তৃণ জন্মায়, সবই ত তোমারই ইচ্ছায় হইয়া থাকে। তবে, আমি ভাঙ্গা যুড়িয়া লইতে পারিব না কেন,—তুমি বল দিলে কেন না আমি ভাঙ্গা যুড়িয়া লইব ?

আমার ভাঙ্গা, কি যোড়া যাইবে না ? যেমন ছিল, তেমনটী কি আর হইবে না ? আমি কি তবে সংসারে নিঃসম্বলে রহিব ? প্রভু—তোমার মহিমা কে জানে,—অপার—অনন্ত।———

তবে কি আর আমি সেই মুখখানি—সেই হাসিভরা মুখ খানি—সেই কুন্দবিনিন্দিত দন্ত বিশিষ্ট মুখখানি—সেই যে—সেই আধ হাসি—আধ উল্লাস,—আধ প্রীতি—আধ চাঁদমাখা সেই মুখখানি দেখিতে পাইব না ? যে মুখখানি আজি এখনও আমার হৃদয়ে লুক্কায়িত আছে, যে মুখ দেখিয়া আমি পৃথিবীকে একদিন স্বর্গাপেক্ষা সুখময় স্থান ভাবিয়াছিলাম সেই মুখখানি কি আর আমি দেখিতে পাইব না ?

তবে, এখন "কি করিলে যেমন ছিল তেমনি হয় ?" যেমনটী আগে গোছান ছিল কি করিলে আবার তেমনটী হয় ? এইমাত্র যে মুখখানি পৃথিবী হইতে অন্তর হইয়াছে, কি করিলে আবার সেই মুখখানি—সেই পৃথিবীর মুখখানি ফিরিয়া আসে ?

ও, গো, তোমারা একবার বল না গো, কি করিলে, আমার যেমন ছিল আবার তেমনি হয়?——

——ওগো, কি করিলে আমার ভাঙ্গা ঘর আবার পূর্ব্বের মত হাসে,—আমার ঘরের ছবি, আয়না, ঘড়ি, পুঁতুল, কেতাব, পেন্‌সিল, কাগজ, কলম আবার সেই মত হাসে—সেই মত উল্লাসে গড়াগড়ি দেয়?

ললিত, বলিয়া দাও—কি করিলে আমার যেমন ছিল, তেমনি হয়;—কি করিলে আমার ভাঙ্গা যোড়া লাগে,—ভাই তুমি কি আমার ভাঙ্গা যোড়া দিয়া দিতে পারিবে, না, আমার গোছান সংসার যাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা কি ভাই, আর আমায় গোছাইয়া দিতে পারিবে না? যে প্রতিমা আমি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি তাহা কি আর তুমি গড়িয়া দিতে পারিবে না?

তুমি ত ভাই আমার আর আর সব করিয়াছ, কত বিপদে কত বার বুক দিয়া রক্ষা করিয়াছ, প্রাণ পণ করিয়া আমায় উদ্ধার করিয়াছ, শোকে, সান্ত্বনা করিয়াছ, দুঃখে, ভাগ লইয়াছ, অর্থাভাবে অর্থ দিয়াছ—সে সময় তখন কত কি ত ভাই করিয়াছ—তবে ভাই তুমি এখন আমার ভাঙ্গা যোড়া দিয়া দিতে পারিতেছ না কেন?——

অটল, তোমাকেও বলি, তুমিও, ত, ভাই সময়ে সময়ে আমার কত উপকার করিয়াছ,—কত হিত সাধিয়াছ, তবে তুমিই কেন না ভাই এখন আমার ভাঙ্গা যোড়া দিয়া দিতে পারিতেছ?

যাহা হউক ভাই এখন তোমাকে আমার ভাঙ্গা যুড়িয়া দিতে হইবে—তুমি দিবে কি না বল?—আমি জোর করিয়া

তোমায় বলিতেছি তুমি দিবে কি না? মিনতি করিতেছি, সাধিতেছি, আবদার করিতেছি—বল, ভাই বল, তুমি আমার ভাঙ্গা যোড়া দিয়া দিবে কি না?

ডাক্তার বাবু, আপনারা ত সব পারেন, আপনারাই ত মৃত দেহে জীবন দেন—কঠিন ব্যাধি,—ব্যাধির যন্ত্রনা আপনারাই ত দূর করেন—তবে, আপনারা কি আমার ভাঙ্গা যোড়া দিয়া দিতে পারেন না? ডাক্তার বাবু, আমি জানি—আপনারা সব পারেন, তবে আপনারা আমার ভাঙ্গা যোড়া দিয়া দিন!—আপনারাই ত আমার যোড়া ভাঙ্গিয়াছেন—আপনারাই ত তারে বিনাশ করিয়াছেন—আমি আজি এই জগতে সর্ব্বসমক্ষে চীৎকার করিয়া, বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া, ডাকিয়া বলিব আপনারাই আমার যোড়া ভাঙ্গিয়াছেন?—আপনারাই আমার সেই সাধের দাম্পত্য-প্রণয় কালের করাল কবলে নিক্ষেপ করিয়াছেন—

একবার—দুই বার, শতবার সহস্রবার— লক্ষবার—চীৎকার করিয়া বলিব আপনারা এই পাগলের প্রাণকে, আরও পাগল করিয়া দিয়াছেন, এ বালককে আপনারাই উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছেন—নহিলে সে আমায় কি ছাড়িত?

ডাক্তার বাবু মিনতি করি এখন তবে তারে আমায় ফিরাইয়া দিন—আমার ভাঙ্গা যুড়িয়া দিন।—

সুরেশ, ভাই, তবে তুমিই নয় এখন এ পাগল প্রাণকে শীতল কর; কেউ ত ভাই, আমার ভাঙ্গা যোড়া দিয়া দিতে পারিল না—ভাই, তবে তুমিই নয় দিয়া দাও.—তোমার কি সে ক্ষমতা আছে?—দাও, ভাই দাও, যোড়া দিয়া দাও, আমার

প্রেমের পুতুল আমায় ফিরাইয়া দাও—নচেৎ আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়িব।

ওই, যাঃ—কেউ দিয়া দিলে না,—তবে কি ভাঙ্গা যোড়া যায় না—?

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

অনুতাপ।

"কে বল হৃদয়ে এত পাইতেছে ব্যথা
ভাবি ভূত পূর্ব্ব কথা, ভাবি কর্ম্ম ফলে?

পলাশির যুদ্ধ।

"আমি সূর্য্যমুখীকে বধ করিয়াছি। আমি ইন্দ্রিয় দমন করিলে, সূর্য্যমুখী * * আসিয়া * * * মরিবে কেন? আমি সূর্য্যমুখীর বধকারী।—কে এমন পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, পুত্রঘ্ন আছে যে, আমার অপেক্ষা গুরুতর পাপী? সূর্য্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী? সূর্য্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার!

আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোনিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ। আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ! আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা; পরলোকের পুণ্য! আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?”

বিষবৃক্ষ।

—আর যেন জীবনের এ শেষ ভাগটুকু অন্ধকার হইতে আলোতে না আইসে, এ তিমিরাবৃত রজনীর আর যেন অবসান না হয়—আর যেন চক্ষু না ফুটে—যেমন অন্ধকারে আছি, সেই মতই যেন থাকিতে পাই;—এ কুজ্ঝটিকা আর যেন দ্রবীভূত হইতে না পারে—।

সুখ, চলিয়া গিয়াছ, আর আসিও না; দুঃখ, হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছ—বেশ করিয়াছ, কিন্তু আর ছাড়িও না; প্রণয়, ভালবাসা, তোমরাও ত ভাসিয়াছ, কিন্তু আর যেন কূলে ঠেকিও না। শপথ তোমাদের—যাহা আমি বলিলাম তাহা করিতে কুণ্ঠিত হইও না। এ কালামুখ, এ পোড়ারমুখ আর দেখাইতে চাই না—যেমন পুড়িয়াছে, সেই মত অবিরল যেন রাবণের চিতার ন্যায় পুড়িতেই থাকে—নির্ব্বাণ না হয়।

আগে চিনিতে পারি নাই,—ভস্মাবৃত স্বর্ণকে উপলব্ধি করিতে পারি নাই—অঙ্গারাভ্যন্তরে, যে হীরক থাকে, তাহা আগে জানিতাম না—দুরারোহ, অগম্য পর্ব্বতশৃঙ্গ যে মণিময় ভূষণে ভূষিত—মহাপ্রতাপশালী সর্পরাজ সযত্নে মণিময়

ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া থাকে—তাহা কেমনে জানিব বল? মাটীতে যে রূপা জন্ময় তাহা ত জানি না—সেই পুণ্যবতীর অন্তরে এক সঙ্গে যে এত রত্ন নিহিত ছিল—তাহা আগে জানিতে পারি নাই—নহিলে এমন হইবে কেন?

খাঁটি গিনিসোণাকে চিনিতে পারি নাই—পিতল ভাবিয়াছিলাম,—খাঁটি রূপাকে দস্তা অনুভূত হইয়াছিল—আর মুক্তা ত জলের কীট মাত্র।

যদি চিনিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি হৃদয়ের অন্তর করি, না অনাদরে ফেলিয়া রাখি?—তাহা হইলে, হৃদয়ে, কণ্ঠে, শোণিতে, শিরায়, প্রাণে—প্রাণের ভিতর সেই প্রাণের সহিত গাঁথিয়া রাখিতাম, কেহ কি জানিতে পারিত, না দেখিতে পাইত? আমি মূঢ়, আমি কেমনে রত্নের আদর জানিব বল?

জহুরী ভিন্ন কে রত্নের আদর জানে বল? পণ্ডিত ভিন্ন বিদ্যার কি আদর হয়?

রত্ন লইতে সকলের সাধ যায়, কিন্তু কয়জন তাহার আদর জানে? আমি গজমতি হার গলায় না পরিয়া, পায়ে পরিয়াছিলাম, শূকরের পায়ে মুক্তামালা পরান হইয়াছিল।

রত্নের অনাদর বশতঃ, এখন ত্রিভুবন শূন্য দেখিতেছি,—প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এখন অনুতাপে পীড়িত হইতেছি; যদি দুই দিন আগে জানিতে পারিতাম,—রত্ন গলায় ধারণ করিতে হয়, যদি দুই দিন আগে জানিতে পারিতাম যে, রত্ন বুকে রাখিতে হয়—তাহা হইলে আজি কি আমায় এইরূপ কাঁদিতে হয়—না—অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হয়?

আমার অনুতাপ করাও সান্ত্বনা— কারণ অনুতাপ করিতে যাইলে অগ্রে একটা কথা মনে পড়ে—একটা ভীষণ কথা মনে আইসে—সেটা বিকট কথা—'আমি তাহার হন্তারক'—সে আমায় ভাল বাসিত বলিয়া, 'আমি তাহার হন্তারক'—যদি সে আমায় এত না ভালবাসিত—যদি সে আমায় অত প্রেমচক্ষে না দেখিত— যদি তাহার সম্পূর্ণ হৃদয় আমার ভাল বাসায় পরিপূরিত না হইত তাহা হইলে সে ত কখনই জগতের মায়া কাটাইত না,—কখনই আমাকে পরিত্যাগ করিত না ? কিন্তু আমার দোষ কি ?—আমি তাহার সেই দেবতাদুর্লভ ভাল-বাসার প্রতিদান করি নাই কি ?—

কেন,—প্রতিদান করি নাই ? সে কি আমার মনের মতন মানুষ ছিলনা—তাহার প্রণয়গর্ব্ব বচনে কি কিছু মাত্র রস ছিলনা ? তাহার সব ছিল, কিন্তু আমার কিছু ছিল কি ?

আমার সব ছিল বৈকি ! তাহারও যাহা ছিল, আমারও ত তাহা অপেক্ষা অধিক ছিল, তবে এমন হইল কেন ? সে যখন তাহার সেই প্রেমপরিপূর্ণ, নীল ইন্দীবরনয়নে আমার দিকে তাকাইত— যখন তাহার সেই প্রীতি-পূর্ণ-বচনে আমার সহিত প্রণয়সম্ভাষণ করিত—যখন সে তাহার সেই রক্ত বিম্বাধরে আমার মুখ চুম্বন করিত—প্রণয়ে, আহ্লাদে উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া আমায় চুম্বন করিত, তখন কি, আমি সেই ভালবাসার, সেই প্রণয়ের প্রতিদান করিতাম না, করিতাম বৈকি—আমি উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া সকলি ত ভুলিয়া যাইতাম—তবে আমার এমন হইল কেন ?

কি জানি, কখন কিসে যে কি হয় তাহা বলা যায় না,

লোকের অদৃষ্ট কখন, কেন যে ভাঙ্গে তাহা বলা যায় না, কেহই কিছুই ঠিক্ জানে না।

অকালে আমার অদৃষ্ট ভাঙ্গিল, কুসুম প্রস্ফুটিত হইতে না হইতে শুকাইয়া গেল। একবার ভাবি অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া কাঁদিব,—শুধু কাঁদিব—কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই জীবন ক্ষয় করিব। আবার ভাবি কাঁদিয়া কি হইবে, পাষাণবৎ স্থির থাকি; ভাবি বটে, কিন্তু পারি কৈ, স্থির হইয়া ত থাকিতে পারি না। কেবল যে তাই কাঁদিতে ইচ্ছা করে।

কিছুতেই মন আর প্রবোধ মানে না—হৃদয় ত আর শ্লোক পাঠ পড়ে না—প্রাণের ছট্ফটানি ত আর কিছুতেই থামে না—সদাই ভাবি আর ভাবিব না, কি জন্য, কি কারণ, কেনই বা ভাবিব, কিন্তু কেমন যে মন, সেই ভাবনা আগে আসিয়া উপস্থিত হয়, আগে তাহাকে মনে পড়ে, তাহার সেই প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক কার্য্য গুলি মনে পড়ে—কোন দিন কি করিয়াছিল, কবে কি বলিয়াছিল, তাহাই মনে আইসে—সেই দিন—সেই দুজনের প্রথম সন্দর্শন দিন—সেই হাতে সুতাবাঁধার দিন মনে পড়ে; সেই যে—সেই, যে দিনে অগ্নি সাক্ষী করিয়া আমাতে সে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল সেই দিন মনে পড়ে, সেই দিনের সেই রাত্রি, পূর্ণ শুভ্র চন্দ্র, সেই আকাশ ভরা তারা, সেই পৃথিবী ভরা ছটা মনে পড়ে। সেই কোলাহল, সেই পুরনারীগণের হুলুধ্বনি, সেই রঙ্গময় বাসরঘর,—সমাগতা নারীদিগের উপহাস-উল্লাসময় সরস কথা-গুলি পার্শ্বে তাহার লজ্জাবনতমুখী হইয়া নীরবে উপবেশন—

একে একে এখন সকল মনে পড়ে, আমারও সেই বরসাজার দিনের কথা মনে পড়ে।

সেই সুখ-রজনী পোহাইয়া গেল, সে আমার নিকট হইতে পলাইয়া যেন পরিত্রাণ পাইল; "কি লাঞ্ছনা, কি পাপ—! ইহার নাম কি বিবাহ করা, এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, তাহা ত জানিতাম না"—এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া যেন সে আমার নিকট হইতে পলাইয়া পরিত্রাণ পাইল, আমিও রাত্রি জাগরণ হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম, এখন কেবল এই সকল কথাই মনে পড়ে। —সেই ফুলশয্যা রাত্রি—সেই প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ রাত্রি—সেই রাত্রির কত কথা, কত উল্লাস, কত কি যে ছাই ভস্ম তাহাই এখন মনে উদয় হয়। অন্য কথা ত আর মনে আইসে না!

মনে পড়ে এখন তার কার্য্য; আমাতে স্নেহ, আমাতে ভক্তি, আমাতে ভালবাসা, আমাতে ভয়, আমাতে উল্লাস, আমাতে যত্ন, এখন তাই কেবল আমার মনে পড়ে। বিশেষতঃ কেবল দুই দিনের কথা যাহা এখনও আমার হৃদয়ে সুবর্ণাক্ষরে খোদিত আছে, যাহার স্মরণে এখন থালি বুক কাটিয়া যায়, তাহাই এখন আমার মনে পড়ে। তোমাদের কাছে তাহাই একবার বলিব, তোমরা একবার মন দিয়া শোন।

এক দিন, শীতকাল, মাঘমাস, মাঘের শীত দারুণ শীত। শীতল বাতাস, আকাশের হিম, আর শীতের কাঁপুনি কাহারও ত অবিদিত নাই, সেই শীতে আমি কোন একজন বন্ধুর বিবাহে নিমন্ত্রণ গিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিতে রাত্রি প্রায় প্রভাত হইতে তিন ঘণ্টা মাত্র বিলম্ব ছিল। যখন বাটী

আসিয়া আমার গৃহে প্রবেশ করিলাম তখন দেখি যে গৃহ ঘনান্ধকার। প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, আকাশে চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে। কেবল ২।১ একটা তারা স্থানে স্থানে আশু বিরহ ভাবনায় ব্যথিত হইয়া মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে।

গৃহপ্রবেশ মাত্রেই শয্যা হইতে জিজ্ঞাসিত হইলাম নিমন্ত্রণ কি খাওয়া হইল, আলো জ্বালিয়া ঘড়ি দেখ দেখি কয়টা বাজে, আর কখন তুমি গিয়াছিলে?

আমি কিছু আশ্চর্য্য হইয়া তখন জিজ্ঞাসিলাম, তুমি এত রাত্রি পর্য্যন্ত এখনও জাগিয়া আছ, তোমার কি ঘুম নাই? ভাল, বেশ—

প্রিয়া আমার কহিল সঙ্গছাড়া কি ঘুম হয়? তুমি, এই আস এই আস করিয়া পথ পানে চাহিয়া ছিলাম, কেমনে ঘুম পায় বল? আমি ত উদর পুরিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি, কিন্তু তোমার তথায় খাওয়া হইল কিনা, কি উপবাস রহিলে তাহা কেমন করিয়া জানিব বল? তাহা না জিজ্ঞাসা করিয়া কি আমি ঘুমাইতে পারি?

তখন আমি আর অধিক কিছু উচ্চবাচ্য না করিয়া, নীরবে বসিয়া থাকিলাম—কেবল সেই ক্ষুদ্র বালিকার হৃদয়ের কথা ভাবিতে লাগিলাম—কিন্তু সে হৃদয়ে প্রবেশ করে কার সাধ্য!

ভাবিলাম দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার মুখে এই কথা! এ বালিকা সংসারের এখন কি বুঝিয়াছে!

তাহার এক মহৎ দোষ ছিল—আমাকে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিলেই (আমি কোন বিষয় চিন্তা করি বা না করি) অমনি জিজ্ঞাসিত, অমন করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছ?

দুটা আমার সহিত কথা কও, নচেৎ একটা গল্প বল। আমি সময়ে সময়ে বড় ফাঁপরে পড়িতাম; কখন বা বড় বিরক্তও হইতাম।

এই রোগ বশতঃ ঐ দিবস আমায় নীরব থাকিতে দেখিয়া অমনি সে জিজ্ঞাসিল, বসে ভাব্‌ছ কি? শয়ন কর না বাস্তবিক তখন আমি কিছুই ভাবি নাই। রঙ্গ দেখিবার জন্য কহিলাম এমন কিছু ভাব্‌ছি না, আজিকার বরসজ্জা দেখিয়া আমার আবার বর সাজিতে ইচ্ছা করিতেছে। কবে আর একবার বর সাজিব?

পাঁচ মিনিট কাল উত্তর নাই, পরে দেখি বালিকা কাঁদিতেছে, নীরবে বক্ষের উপরে শিশিরবিন্দুবৎ কয়েক ফোঁটা জল পড়িয়াছে—আমি তখন অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম—একি কাঁদিতেছ কেন, কি হইয়াছে ঠিক বল দেখি?

তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল সত্যই কি আবার বিবাহ করিতে চাও?

আমি নীরবে অবাক্ হইয়া থাকিলাম—ভাবিলাম এতটুকু বালিকার প্রাণ আমায় কত ভালবাসে!

আর একদিনের কথা বলি তবে শোন,—

সাংসারিক কলহ সকল সংসারেই আছে, একদিন না একদিন সামান্য তৃণ লইয়াও সংসারে বিবাদ হইয়া থাকে। নির্বিরোধী সংসার আমি ত দেখি নাই! যাহাই হউক, একদিন গ্রীষ্মকাল, দারুণ গরম, রোদ্রে কাঠ ফাটিতেছে; বেলা প্রায় ১১টা বা কিছু অধিক, কোন একটা সামান্য কারণে কোন একজন লোকের সহিত আমার বচসা হয়, ঐ বচসার

ক্রুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এবং এই ক্রুদ্ধতা বশতঃই আমি, তখন পর্য্যন্ত অনশনে ছিলাম। পাঠক, রাগ বা উপহাস করিবেন না, একদিন না একদিন কাহারও না কাহারও এইরূপ ঘটিয়াছিল, ক্রোধের মুখ একদিন না একদিন সকলেই দেখিয়াছেন।

ক্রোধবশতঃ সে দিন অমনি অনাহারেই তখন আমি গৃহে গিয়া শয়ন করিলাম, পাষাণবৎ স্থিরভাবে শয়ন করিয়া আছি, অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রিত হইলাম। কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম ঠিক্ জানি না—প্রায় আধ ঘণ্টা বা কিছু অধিক হইবে।

যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন দেখি আমার চক্ষু হইতে জল গড়াইতেছে—হঠাৎ ঘুমের আবেশে কারণ অনুভূত হইল না, পরে দেখি শিয়রে দাঁড়াইয়া প্রিয়া আমার হাসিতেছে, করপদ্ম জলাক্ত, অধরে ভারি হাসির ধুম; শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসিলাম, একি এত জল কোথা হইতে আসিল, বিছানা যে ভিজিয়া গেছে।

আদরিণী কহিল—রাগ করিয়া আসিয়া এখানে ঘুমাইতেছ; রাগ করিলে যে কাঁদিতে হয় তাহা কি জান না, কিন্তু কৈ তুমি ত কাঁদ নাই, চক্ষেও ত একটু জল বাহির হয় নাই, কাজেই কি করি জল দিয়া চক্ষের জল করিলাম, সকলে দেখিলে বলিবে সত্যই ত রাগ করিয়াছ, নাও এখন উঠ, ঢের হইয়াছে আর রাগ করিতে হইবে না।

বালিকার কথায় প্রাণে হাসি আসিল, কিন্তু মুখে রাগ আছে। তখনও নিজমূর্ত্তি ছাড়িতে পারি নাই। ক্রোধবশতঃ

কহিলাম—যাও আর বিরক্ত করিও না, আপনার কাজ দেখ, আমি যেমন আছি তেমনি থাকি।

আদরিণী তখন একটু গরবে, একটু অধর প্রান্তে অল্প হাসি হাসিয়া কহিল, ছাই ভস্ম আমার আবার কি কাজ দেখিতে আছে, যাহা দেখিবার তাহাই ত দেখিতে আসিয়াছি, তোমাকে আগে দেখাই ত প্রধান কাজ, পরে আর আর, উপরে ভাত আনি, এখন খাও।

আমি। আমি আজি খাইব না, তোমরা খাও গে যাও।

প্রি। তবে আমি ও খাব না।

আ। তুমি খাবে না কেন? তোমার আবার কি হইল?

প্রি। তুমি ই বা খাবে না কেন?

আ। আমি যদি না খাই, যদি উপবাস থাকি।

প্রি। আমি ও তবে উপবাস থাকিব, আমি রাগ করিয়াছি কেন আমার কি প্রাণে রাগ নাই?

আ। কেন? কি কারণে রাগ হইল?

প্রি। তুমি আমার কথা শুনিলে না বলিয়া আমার রাগ হইল, এই রাগেই আমি উপবাস থাকিব।

আ। অধঃপাতে যাও

প্রি। তুমি ত আগে হইতে গিয়াছ।

আ। যাও, আর বকাইও না; আমি খাইব না—কিছুতেই খাইব না, তোমারা গিয়া খাও গে। এইবার বালিকার সেই নীলোৎপল লোচনে এক ফোঁটা, দেখিতে দেখিতে একেবারে ফোঁটাকতক জল আসিয়া পড়িল।

এ অস্ত্র, অমোঘ অস্ত্র, সুতরাং আর থাকিতে পারিলাম না,

কি জানি কেন তাহা বলিতে পারি না, সঙ্গে সঙ্গে আমারও চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল।

উভয়েই তখন কতক্ষণ কাঁদিলাম কেবল কাঁদিতেই থাকিলাম। রাগ শীতল হইয়া গেল, আস্তে আস্তে উঠিয়া আসিয়া, বালিকার নিকট পরাস্ত হইতে হইল, দেখিয়া নীরবে ভাত খাইলাম, উত্তপ্ত প্রাণ শীতল হইল, সকল বিবাদ মিটিয়া গেল।

সাধে বলি সে বালিকার হৃদয়ে প্রবেশ করে কার সাধ্য?

ওঃ, তাহার ভালবাসার পরিমাণ কতদূর ছিল তাহা ত জানি না। তখনও পর্য্যন্ত আমি তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারি নাই—সে সুতার খইও ধরিতে সক্ষম হই নাই—আমি মূঢ়, তাই সে প্রেমবন্ধন দৃঢ় করি নাই।

এক দিনের জন্যও আমার প্রাণে সে ক্লেশ দেয় নাই, তবে আমিই কি তাহাকে ক্লেশ দিতম?—না—তাহা নহে—তবে কি? তাহার ভালবাসার পরিমাণ কতদূর তাহাই কেবল আমি বুঝিতে পারি নাই। এই আমার দোষ। এখন তাই ভাবিতেছি যে এই দোষেই কেন আমার মৃত্যু হইল না।

মরির, তাহার নিকট গিয়া একবার ক্ষমা চাহিব, গলা ধরিয়া জিজ্ঞাসিব সতী তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমি মহা নারকী—রত্ন চিনিতে পারি নাই——

এইরূপ কত দিন কত সময়ে আমাদের কত কি যে হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাই কেবল মনে পড়ে, সে সব কথা মনে পড়িলে প্রাণ যে কিরূপ হইয়া যায় তাহা বলিতে পারি না—ক্ষোভ, কাতরতা বৃদ্ধি পায়, কেবল কাঁদিতেই ইচ্ছা করে।

আর একটী চিত্র—আর একটী চিত্র না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না—কিন্তু সে চিত্র অন্য আর কিছুই নয়—কেবল একখানি পত্র মাত্র—

তোমরা সকলে একবার পাঠ কর—

"কলিকাতা

শ্যামবাজার, ১৬ই চৈত্র।

বুধবার, মধ্যাহ্ন।

দেবতা দুর্লভ ধন,
ত্রিভুবন মাঝারে তুমি আমার অমূল্য রতন,
আমার সর্ব্বস্বধন প্রাণের—* *

* বহুদিবস গত হইল তোমার কোন সংবাদ না পাইয়া অতিশয় ভাবিত আছি; তুমি কেমন আছ তাহা আমায় †পত্র পাঠ মাত্র লিখিবে। আমি ভাল আছি, এ বাটীর আর আর সকলে ভাল আছেন ও বাটীর সকলে কেমন আছেন তাহা আমায় লিখিবে, ঠাকুরঝি কেমন আছেন? মাতা ঠাকুরাণীকে এবং আর আর সকলকে আমার কোটী কোটী প্রণাম জানাইও।

---

* বহু দিবস গত হইল, কিন্তু দুই দিন পূর্ব্বে আমার সহিত দেখা হইয়াছিল।

† পত্র পাঠমাত্র লিখিবে—টেলিগ্রাফে লিখিলে আর ও ভাল হইত।

তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ, রবিবারের কথা লইয়া— সেই সামান্য কারণে, তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ ছি! তুমি বড় *ছেলে মানুষ—পাগল! আমি তোমাকে এখানে আসিতে মানা করিয়াছিলাম, কিন্তু আর তোমায় না দেখিয়া কতদিন থাকি বল? তাই এখন আবার আসিতে বলিতেছি তুমি শনিবার দিন আসিবে—নিশ্চয়ই আসিবে—আমার মাথার দিব্য তুমি আসিবে। দেখ, আমি ত তোমার নিকট কোন দোষ করি নাই। শৈল সোমবার দিন আসিতে বলিয়া আসিল—তবে তুমি আসিলে না কেন? বুঝিয়াছি, নিশ্চয়ই রাগ করিয়াছ। আমার কি দোষ বলিয়া দাও।

স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন জগতে আর কেহই নাই—এ জগতে তুমি ভিন্ন আমার আর কেহই নাই, তাহা মনে রাখিও, ভুলিও না, তবে নিশ্চয়ই আসিতে চাও, আসিতে মানা করিয়াছিলাম, আবার আসিতে বলিতেছি, কেন— তাহা তুমি কি বুঝিবে বল? আমায় দেখিলে সকলে ত দুঃখিত, তবে তুমি কেন না দুঃখিত হও? আর যাহার স্বামী আছে তাহার দুঃখই বা কিসের; আমার ত স্বামী আছে, আমি তবে দুঃখিনী কেন? তবে আমার জন্য সকলে দুঃখিতই বা হয় কেন?

তুমি আমায় ভালবাস আর নাই বাস, যত্ন কর আর নাই কর কিন্তু তোমাতে যে আমার অটল ভালবাসা আছে, তোমার পদে আমার যে অচলা ভক্তি আছে, যদিই তুমি এখানে আর নাই আইস, কিন্তু আমার ভালবাসার, ভক্তির, যত্নের বলে

*দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা বলিতেছে—তুমি ছেলে মানুষ!

একদিন না এক দিন তোমার দেখা পাইব, ইহা স্থির জানিও। পাইবই পাইব মনে স্থির জানিও।

এখন তুমি আমায় আর তেমন ভাল বাস না, আগেকার মত আমাকে আর তোমার যত্ন নাই—আমাতে বুঝি আর তৃপ্তি হয় না? বেশ, ভাল কথা; এখন একবার কি শনিবার দিন আসিবে?

একটি কথা—তুমি কি আমায় আর চাও না?—কিন্তু আমি যে তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানি না; তুমিই আমার যে সব। এখন একবার আসিও, আমার মাথা খাও, একটি বার অন্ততঃ আসিও। মনে রেখো আমায়

সংসার মরুর মাঝে একটী আশ্রয়।
মধুর তাহার নাম পবিত্র প্রণয়।।

তোমার প্রণয়াভিলাষিণী
শ্রীমতী সরলা”

প্রিয়তমে, তোমায় যে এখন অহরহ মনে পড়ে; তুমি যে খানে শুইতে সেই খানে শুইয়া কেবল যে কাঁদিতে ইচ্ছা করে, শয়নে স্বপনে জাগরণে ব্যস্তে, সুস্থে, আলাপে, প্রণয়ে এখন যে কেবল তোমায় মনে পড়ে, তুমি চলিয়া গিয়াছ, আমি ফাঁকে পড়িয়া আছি, তাহা কি এখন ভাবিয়া দেখ! তুমি যেখানে থাক সুখে থাক, কিন্তু আর একটীবার আমার কাছে এস, তেমনি করিয়া একবার আমার নিকট দাঁড়াও, সেই রূপ হাসিভরা মুখে আর একটীবার কথা কও। দাঁড়াও, দাঁড়াও প্রিয়তমে, আর একটীবার দাঁড়াও, আমি আর একবার তোমার ঐ চাঁদ মুখখানি

দেখিয়া লই, শয়নে স্বপনে, জ্ঞানে অজ্ঞানে সুখে দুঃখে যে চাঁদমুখখানি অহরহ নিরখিতাম একটীবার দাঁড়াও, আর একবার সেই চাঁদ মুখখানি দেখিয়া লই! তাহাতে তোমার কি কিছু আপত্তি আছে? কত দিন কত রূপে, কত ভাবে, কত অবস্থায়, কতস্থানে সজনে নির্জ্জনে—সংসারে,ভুবনে সুখে সৌভাগ্যে,— দুঃখে, দারিদ্র্যে, রোগে, শোকে, পাপে তাপে, তোমায় ত দেখিয়াছি; আলোকে, আঁধারে, আশায় নিরাশায় তোমার ঐ অতুল সৌন্দর্য্য রাশি ত নিরীক্ষণ করিয়াছি তোমার ঐ চাঁদ-মুখের হাসির হিল্লোলে কতবার ত গা ঢালিয়া দিয়াছি। সে সময় ত কত মত ভাবে তোমায় নিরখিয়াছি, প্রিয়তমে আর একটীবার দাঁড়াও তোমার ঐ মুখখানি আর একবার দেখিয়া লই।

ঘরে, দ্বারে, ছাদে, সোপানে, ঘাটে, মাঠে, বৃক্ষতলায়, সরোবরজলে, রোদে চাঁদে, কত বার কতরূপে প্রিয়ে তোমার ত নিরখিয়াছি, কিন্তু এখন একটীবার কেন দেখিতে পাই না? একবার দেখা দাও একবার তেমনি করিয়া তোমার কোলে মাথা রাখিয়া নীরবে আলাপ করি, তেমনি করিয়া হাসি খেলা করি।

এইবার তুমি আইস, আর আমি তোমার অবাধ্য হইব না, এইবার যখন তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই শুনিব, আর আমি কখনও তোমার কথা অবহেলা করিব না। প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি আর আমি কখন অবহেলা করিব না। যাহা বলিবে তাহাই শুনিব। তোমার অবাধ্য হইয়াছিলাম এই তোমার দুঃখ, সে দুঃখ প্রিয়ে আর আমি রাখিব না। একবার আইস, আমি তোমার দুঃখ মোচন করি।

তোমায় বহু কষ্ট দিয়াছি, ভ্রমেও তোমার বাধ্য ছিলাম না, যখন যাহা বলিয়াছিলে তখনই তাহা বালিকার কথা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু আর এখন তোমায় বালিকা ভাবিব না, এখন তুমি আমার "চিন্তায় বুদ্ধি, পরামর্শে একমাত্র শিক্ষক" হইয়া থাকিবে। আমি তোমায় বুকের ভিতর করিয়া রাখিব। ও গো, আর তেমনটী হইবে না।

দূর হউক, আমি এখন কেবল এই সংসারে কাঁদিতেই থাকি——চিরকাল কাঁদিব, কেহ আমায় নিবারণ করিও না।———

কাঁদিয়া কাঁদিয়া না হয় অবশেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব। ভয় কি, ভাবনা কিসের —

সপ্তম উচ্ছ্বাস।

বিকার। কিছুই চাহি না।

পত্নী পুত্র বিরহেতে হয়েছি এমন
নিদাঘে পল্লবশূন্য তরুর মতন।

পলাশির যুদ্ধ।

চাহি না স্বর্গের সুখ নন্দন কানন
দিনান্তে বারেক যদি পাই দরশন।

লীলাবতী।

তবে একটু কাঁদি; একটু অনুতাপ করি। চক্ষু হইতে,

একটু জল পড়ুক। তাহা হইলে হয় ত সে আমার ফিরিয়া আসিবে। নিশ্চয়ই আসিবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই, কারণ যে আমার চক্ষে জল দেখিতে পারিত না, আমি কাঁদিলে, যে আগে হইতে কাঁদিয়া ফেলিত—সে আমার চক্ষের জল দেখিলে আগে হইতে ছুটিয়া আসিবে—যদি না আসে, তবে আমি এইখানে মরিব।

মরিতে ত ভাই অনেকেই চায়, কিন্তু, কয়জন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে? মাথার বোঝা সকলেই ফেলিতে চায়, কিন্তু কয়জন উহা ফেলিয়া পলাইতে পারে? মৃত্যু যেন কিছুই নয়—কেউ নয়, ডাকিলেই যেন অমনি ছুটিয়া আসিবে। মানুষ ত এই বুঝিয়াই কেবল মৃত্যুকে ডাকে, কিন্তু ভাই মৃত্যু কয়জনার নিকট আইসে? কয়জন ইচ্ছা পূর্ব্বক মৃত্যুর মুখ দেখিতে পায়?

ডাকিলে মৃত্যু কিছু আসিবে না; সময়ে অসময়ে তুমি কিছুই জানিতে পারিবে না, হয় ত মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহার কাছে ডাকাডাকি, সাধাসাধি নাই, কালাকাল, সময়াসময়, ছোট বড়, কিছুই নাই। সে এক ভাবেই ঠিক্ আছে। মৃত্যু এক ভাবেই এই সংসারে দাঁড়াইয়া আছে। সে ত এখন দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু আমি এখন কোথায় আছি?

তবে আজি আমি এখন কোথায়—আজি আমি কোথায় দাঁড়াইয়া আছি—কাহার উপর ভর দিয়া আমি এখন স্থির ভাবে এখানে দাঁড়াইয়া আছি? এই যে বিশ্বসংসার,—যাহার উপর কত শত লোক, অগণিত পশু পক্ষী বিচরণ করিতেছে, কেহ সুখে, কেহ দুঃখে কাল কাটাইতেছে; কত আনন্দে, কত

উল্লাসে, কত মত ভাবে, কত কি যে করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? কে জানে এই পৃথিবী কেমন স্থান?

পৃথিবী যেমন স্থানই হউক না কেন, আমি ত বাপু আর এ সংসারে থাকিতে চাহি না। বৃথা, কেন আর সংসারের মায়ায়—সেই কুহকিনী মায়ার ছলনায় প্রবঞ্চিত হইতে থাকি? কেন—কি দুঃখে? এ সংসারে, কি সুখে, কি উল্লাসে, কি আশায় আবার থাকিব? কাহার মুখ তাকাইয়া, কাহার বিষয় ভাবিবার জন্য এখানে থাকিব? জান না, আমার যে আশা-লতা প্রবল বাতায় ছিঁড়িয়া গিয়াছে—একেবারে অপরিমেয়, অপরিজ্ঞাত সাগর জীবনে ভাসিয়া গিয়াছে—জান, গো ত—তবে আর কেন?—মিছামিছি আর কেন?

যে আশায় অহরহ মুগ্ধ ছিলাম, তাহা ছাই হইয়াছে; যাহার বিষয় অহরহ ভাবিতে হইত, ভাবিতে ভাবিতে উল্লাসে পাগল হইতাম, সে ভাবনা—সে চিন্তা একেবারে হৃদয় হইতে ত উৎপাটিত হইয়াছে—তবে আর কেন বৃথা আক্ষেপ? বৃথা আন্দোলন? মাথার বোঝা এইখানে তবে ফেলিয়া দিয়া পালাই না কেন? সকল আপদ মিটিয়া যাইবে, সকল ঝঞ্ঝাট ঘুচিয়া যাইবে।

বিকার কয় দিন থাকে? যদি চিরকাল লোকের মনে বিকার থাকিত তাহা হইলে বোধ হয়—বোধ হয় কেন—নিশ্চয়ই কেহ এ সংসারে থাকিতে পারিত না। কেহই টিকিতে পারিত না। আমি জানি, লোকে দুঃখ বা শোকাক্রান্ত হইলে অমনি মরিতে চায়। আজ কাহারও অভাব পূর্ণ হইল না অমনি সে বলে, আহা; মরণ হয় ত বাঁচি, জ্বালা জুড়াইয়া যায়।

কেউ বা প্রিয়জনবিরহে মৃত্যু মৃত্যু করিয়া চীৎকার করিতে থাকে, কিন্তু হায়, সব যে সেই বিশ্বনিয়ন্তার খেলা তাহা কি জান না? তিনি এই সংসারকে কত রূপে সাজাইয়া, নাচাইয়া দিয়া কেমন মজা দেখিতেছেন, হায়! তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? ওহো, তাঁর খেলা কে বুঝিতে পারে? মূঢ় আমি,—আমি কেমনে বুঝিব বল?

বেশ বুঝিয়া কাজ নাই বাপু, এখন তোমার মনের কথা কি বল দেখি? তুমি এখন কি চাও? কি করিতে চাও?—মরিতে চাও কি?

মরিতে ত চাই, কিন্তু মৃত্যু হয় কৈ?—ঢের হইয়াছে—আর পৌরষে কাজ নাই—আর মরিতে হইবে না।

তবে আর কি চাও? মনে কর তোমার মরা হইলনা—তুমি মরিতে পারিলেনা, তবে এখন কি চাও—কিছুই চাও না কি?

এখন কি চাও?—মন, তুমি এখন কি চাও?—হৃদয়—ওঃ শোক সন্তপ্ত হৃদয়, তুমি বাপু এখন কি চাও? ইচ্ছা, তোমার ভাই এখন কি ইচ্ছা হয়,—অভিলাষ তুমিই ভাই এখন কি পাইতে বাসনা কর? আশা, তোমার প্রাণে ভাই এখন কি জাগিতেছে?

রে মত্ত মনবিহঙ্গ, ঠিক্ বল দেখি তোমার কিসে আর সাধ আছে—তুমি পিঞ্জরাভ্যন্তরে বদ্ধ থাকিতে চাও, কি স্বাধীনভাবে দেশ দেশান্তরে উড়িয়া বেড়াইতে চাও? কিসে ভাই তোমার অভিলাষ আছে?

নয়ন, তুমি অমনে দিগ্বিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ কেন? তুমি—কি দেখিতে চাও? তোমার ভাই এখন কি

দেখিতে বাসনা হয়? তুমি কি দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পার, ঠিক্ বল দেখি, তুমি কিসে সন্তুষ্ট হও? ঐ যে নীলাম্বরে বঙ্কিম রজতখণ্ড খানি ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে—আশে পাশে অগণিত ক্ষুদ্রকায় নক্ষত্রনিচয় উহায় বেষ্টিয়া চিক মিক্ করিতেছে—শুভ্র কিরণে গন্ধামোদিত হইয়া কুসুমনিচয় সমীরণ-সনে খেলা করিতেছে—ঐ যে, অদূরে নীচে—সেই আকাশের নীচে—মাঠের উপরে বৃক্ষশাখায় বৃক্ষ পত্রে কেমন জোনাকীরা মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, আনন্দে কেমন উড়িয়া ঘুরিয়া আবার বৃক্ষপত্রে গিয়া বসিতেছে, নয়ন, তুমি কি উহা দেখিতে চাও না?

আবার এ দিকে রজনী প্রভাত হইলে, ঐ দেখ তরুণ অরুণোদয়ে আঁধাররাজি ভয়ে কেমন পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় লইতেছে,—"উন্মেষমুখী নলিনীর দলরাজি" বিচঞ্চলিত করিয়া সমীরণ সরসীর বক্ষে কেমন হেলিয়া দুলিয়া খেলা করিতেছে—অলিকুল সারারাতি পদ্মমুখ চুম্বনে বঞ্চিত ছিল, এখন দেখ উহারা গুণ গুণ শব্দে কেমন সেই পদ্মমুখ চুম্বনে ছুটিয়াছে, কোকিল, পাপিয়া, শ্যামা, দৈয়াল প্রভৃতি বনবিহঙ্গনিচয়, সেই সর্ব্বশক্তিমান জগৎপাতা জগদীশ্বরের গুণানুকীর্ত্তনকারণে কেমন সপ্তমে ঝঙ্কার দিতেছে; আহা, নয়ন তুমি কি ভাই এখন এই সব শোভা সন্দর্শনে বিমোহিত হইতে চাও?—কিছুই চাও না—তবে কি চাও? সেই মুখখানি—সেই কোমলতা মাখা মুখখানি—সেই নয়ন—সেই প্রেমব্যঞ্জক নয়ন তাহাই একবার দেখিতে চাও?

সেই মুখখানি একবার দেখিতে চাই—সেই প্রেম-পরিপূর্ণ

মুখখানি একবার দেখিতে চাই। সেই নয়ন, সেই নাক, সেই কাণ—সেই রক্ত বিম্বাধর বিশিষ্ট মুখখানি একবার দেখিতে চাই। ও গো, তবে তোমরা একবার সেই পৃথিবীর মুখখানি দেখাও না গো,—সেই যে—সেই মুখখানি—সেই আমার হৃদয়ের মুখখানি, একবার দেখাও না গো—আর আমি কিছুই চাই না।—আর আমি কিছুই দেখিতে চাই না।

ও গো, একবার দেখাও গো,—একবার দেখি গো, সেই মুখখানি—সেই সুকুমার দেহখানি—সেই সুন্দর হস্তপদাদি বিশিষ্ট আমার প্রতিমার দেহখানি একবার দেখা না গো। আমি আর একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লই, আমার সাধ মিটিয়া যাউক। যাহাকে আমি আমার সম্মুখে মানস চক্ষে দেখিতেছি, ওরে তারে একবার আমার এই দেহ চক্ষে দেখা না গো; সব আপদ মিটিয়া যাউক।

কে আমায় দেখাইবে—বলিয়া দাও, কারে আমি জিজ্ঞাসিব; সকলকেই ত জিজ্ঞাসিয়াছি, কৈ, কেউ ত আমায় দেখায় নাই—দূর হউক তবে আর জিজ্ঞাসিব না।

—ওরে তাহারে দেখিতে পাইলে আমি যে আর কিছুই চাই না,—রাজার রাজ্য, ফণীর মণি, সাগরের রত্ন, সুবর্ণ ভূষণ আমি চাই না, আমি কিছুই চাই না; গগণের চাঁদ, হীরার আকর, পাষাণের মণি, পারিজাত কুসুম, নন্দন কানন, আমি কিছুই চাই নাই; শান্তি নিকেতনে, মুনির আশ্রমে, বিপুল ঐশ্বর্য্যে আমার প্রয়োজন নাই—আমি একবার সেই মুখখানি দেখিতে চাই।

বড় মামা, একবার আমায় সেই মুখ দেখাইয়া দিন্—সেই

যে সেই মুখখানি—যে মুখে আপনি স্বহস্তে আগুণ দিয়া পোড়াইয়া দিয়াছেন—ওঃ আপনার কি পাষাণ প্রাণ!—কেমনে সে মুখে আগুণ দিলেন গো?—সেই মুখখানি, ও গো সেই যে সদা হাসি মাখা মুখখানি একবার আমায় দেখাইয়া দিন্—সে মুখ এখন কোথায় আছে? আপনিই ত তাহা ছাই করিয়াছেন, আপনি কি জানেন না সে মুখখানি এখন কোথায়? কি কঠিন প্রাণ আপনার!

ও গো, সকলে মিলিয়া আমাকে ঐ মুখে আগুণ দিতে বলিয়াছিল গো,—স্বামীর কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিল,—শাস্ত্র দেখাইয়া বলিয়াছিল, ঐ মুখে আগুণ দাও, তোমার কাজ তুমি কর। ধিক্, ধিক্, ধিক্ তাদের, সেই মুখে আমি আবার আগুণ দিব, অ কিরণ, অ শ্যাম—ও গো—তোমরা সব—তোমরাই একবার বল না গো কেমন করিয়া সকলে এমন কথা বলে, তাদের কি প্রাণ পৃথিবীর দয়া মায়ায় গঠিত নয়! তারা কি একেবারে সত্য সত্যই পাষাণে নির্ম্মিত—ধিক্—বলিহারি যাই———

সেই রাঙ্গামুখে আগুণের নুড়ো——!

পূর্ণচন্দ্রে রাহু—!

কমলে অনাদর—!

দেবে অভক্তি!—তাহা কখনই হইবে না—তাহা পারিব না।

একবার এখন সেই রাঙ্গা মুখখানি দেখিতে চাই। দেখাও গো, সেই মুখখানি একবার দেখাও।———

না, সে মুখ আর দেখিতে পাইব না; এখন সে মুখ আর এ পৃথিবীর নয়—সে—সেই স্বর্গের——

ওরে সব যে ফাঁক্, তাহা কি ভাই জান না? তুমি যে এখন ফাঁকে দাঁড়াইয়া আছ, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না?

অষ্টম উচ্ছ্বাস।

সব ফাঁক।

"দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার"

কবিতাবলী।

"ধূম ধড়ক্কা, সকলি ফক্কা"

হরবোলা।

চক্ষু বুজিলে সব ফাঁক্ রে—নয়ন মুদিলে সব আঁধার রে—জগতে সব ফাঁক্—সব অসার—সব শূন্য—সবই ক্ষণস্থায়ী—ক্ষণভঙ্গুর—এই যে জীবন—এই যে অযাচিত জীবন—যাহার মূল্য নাই—যাহার তুলনা হয় না, সেও এই নশ্বর জগতে ফাঁক্। যত দিন আছ, ততদিন ভাল; চাহিয়া থাক, দেখিতে পাইবে—নচেৎ, সব ফাঁক্।

কেউ কাহারও নয়, ও ভাই সব ফক্কা, সব শূন্য, সব আঁধার; আজ আছ, আজ ভাই তোমার সব আছে,—মান, যশ, বুদ্ধি, বিদ্যা, পরোপকারিতা, দয়া, সত্য, ধর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সকলি আছে,—পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব আজ তোমার সমস্তই জাজ্জল্যমান; কেন

—না আজ তুমি আছ,—আজ তুমি আছ, জগতও আছে, নহিলে সব তোমার ফাঁক্—সব ফক্কা।—

আমি জানিতে চাই, তবে লোকে ফাঁকে আসিয়া ঘুরিয়া মরে কেন? যদি সকলেই সকলই ফাঁক বুঝিতে পারিতেছে তবে অকারণ কেন তাহারা গোলকধাঁদার মতন ফাঁকে আসিয়া ঘুরিতে থাকে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া হায়রাণ পেশওয়ান হইয়া যায়! ধন্য রে তোরে, ধন্য, ধন্য, বলিহারি যাই! কেন বাপু, বলদের মত দিবারাত্র ঘানিগাছে পাক দিতে থাক? দূরে আলোরূপী আলেয়াকে আলো ভাব কেন? সব যে ফাঁক্ তাহা কি জান না?

একদিন ভাই সব ফাঁক্ হইবে,—তখন ভাবিবে কি কুক্ষণেই জগতে আসিয়াছিলাম—কি কুক্ষণেই জগতের মায়ায় বদ্ধ হইয়াছিলাম,—তখন ভাই তোমার সব ফুরাইবে—প্রাচীন কবির সেই মহৎ উপদেশ পূর্ণ কথা তোমার স্মরণপথে পতিত হইবে, সেই কথা তখন তুমি ভালরূপে বুঝিতে পারিবে—সেই কথা—

"মনে কর শেষের সে দিন কি ভয়ঙ্কর
সবে কথা কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর"

এক দিকে তুমিও নিরুত্তর হইলে, আর দিকে তোমার সম্পর্কও উঠিয়া গেল, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধু বান্ধব যাহাদিগকে দুই দিন আগে কত আবদারে, কত যত্নে, কত স্নেহে, কত মত হাবভাবে ডাকিয়াছিলে, তাহাদের নিকট আজ তুমি নিরুত্তর; আজ আর তুমি তাহাদের সুখ দুঃখ দেখিতে আসিবে না, শোক তাপের অনুসন্ধানও করিবে না; তুমি যেমন

নীরবে আসিয়াছিলে, সেই মত নীরবে যাইবে; ওঃ কি পরিতাপ! পৃথিবীর নিয়ম কি পরিবর্ত্তনশীল!

পৃথিবীর নিয়ম কি পরিবর্ত্তনশীল? তাহা নহে, বিধাতার নিয়ম পরিবর্ত্তনশীল, বিধি আজ যাহা যত্ন পূর্ব্বক গড়িতেছেন, তাহা হয় ত কাল তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে—তাহার চিহ্ন পর্য্যন্তও লোপ করিতে হইবে! যে কয়দিন পৃথিবীতে আছ, সেই কয়দিন পৃথিবীর কাজ কর,—আমোদ আহ্লাদ, সুখ দুঃখ, শোক তাপ প্রভৃতি ভোগ কর—কেন, না বিধাতার নিয়ম; তিনি তোমায় পাক্ দিয়া ঘুরাইবেন, তুমিও সেই পাক্ খাইতে খাইতে ঘুরিতে থাক, আরাম নাই—বিশ্রাম নাই—অন্ত নাই—যত দিন রহিবে ততদিন ঘুরিতে হইবে। ধন্য রে বিধাতা, ধন্য তোরে!

যাহা আজ আছে, কাল হয় ত তাহা আর থাকিবে না। আজ তুমি আছ, কাল হয় ত তুমি আর থাকিবে না। তোমার নাম গন্ধ কিছুই থাকিবে না। আজ এই যে মহানগরীতে অবস্থান করিতেছ, কাল হয় ত ইহা মহা জঙ্গল পূর্ণ হইয়া হিংস্রজন্তুদিগের বাসস্থান হইবে। এই যে নদী—ভীষণকায় নদী—উল্লাসে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে—তরঙ্গ তুলিয়া, নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে, কত বস্তু ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে —কাল হয় ত দেখিতে পাইবে—উহা ভীষণ বিভীষিকাময় মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ যে ভীমকায় মহীধরনিচয় অটল অচল ভাবে ধরণীর বুকের উপর স্থিরভাবে দণ্ডায়মান, উহাই কি মনে কর চিরকাল ঐরূপ ভাবেই থাকিবে? ঐ যে ওখানে মহীরুহনিচয় শাখা প্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক স্থির ভাবে বিশ্বনিয়ন্তার

আদেশ পালনে দৃঢ়ব্রত 'উহারাই কি আজীবন তরে ঐ স্থানে অমনে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে? এই যে অট্টালিকা, যাহা তুমি কত সুন্দর ভাবে নির্ম্মাণ করিয়া, কত মহা—মহামূল্য বস্তুতে সজ্জিত করিয়াছ, যাহার শোভা দর্শনে আমরা বিমোহিত হইয়া যাইতেছি উহাই কি ঐ ভাবে ঐ খানে থাকিবে? এই যে পৃথিবী, না ঐ যে সূর্য্য; ঐ যে আকাশ,—ঐ অনন্ত আকাশ ঐ আকাশের চাঁদ, ঐ চাঁদঘেরা তারা, ঐ পাখী, এই তুমি, এই আমি, এই ভূচর জলচর জীবজন্তু সমূহ, ঐ তাল গাছ, এই সরসীর জল, ঐ পদ্মপাতা, পদ্মফুল, না এই তোমার সাধের ঘর ঘরের সজ্জা প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তুমি কি মনে কর ভাই, সকলেই চিরকাল থাকিবে?—ওহো কিছুই না—কিছুই না—সব ফাঁক্!—সব আঁধার—সব শূন্য! বিধাতার সেই অখণ্ড নিয়মে সবই চূর্ণিত হইয়া যাইবে!

তাই বলি ভাই, আর তুমি এই জগতের মায়ায় ভুলিও না, পৃথিবী বড় ভয়ানক স্থান, এখানে আসিলেই লয় হইতে হইবে—অক্ষয় রহিতে পারিবে না। কৈ কেহ ত রহিতে পারেও নাই, কিছুই ত চিরকাল থাকে নাই। তাহা ত জান, তবে আর কেন?

জ্ঞান পূর্ব্বক কেহ ভাই এই নরকময় পৃথিবীতে আসিও না, যদি দুই দিনের মজাতে বিমোহিত হইতে চাও, তবে নয় একবার এখানে আসিয়া ঘুরিয়া যাও। একবার ঘানি টানার সুখ নয় দেখিয়া যাও। জগতের কার্য্য দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; ষড়রিপু বজ্রমূর্ত্তিতে অহরহ ঘুরিতেছে, জ্ঞানীর চিত্ত বিবেক হীন করিয়া দিতেছে। ধর্ম্ম অধর্ম্ম হইতেছে,

পুণ্য পাপ হইতেছে, মোক্ষ জীবিত রহিতেছে ; কর্ম্ম অকর্ম্ম করিতেছে, জাতি অজাতি হইতেছে, কিছুই ঠিক্ নাই—সকলি ভ্রান্ত, সকলি অসার, সকলি শূন্য !

জগতে সুখ নাই, সুখও জগতে নাই—কেবল দুঃখ—অসীম অনন্ত, দুঃখই জগতে বিরাজমান। আমি যতদূর জানি, জগতে আসিয়া কেহ সুখী হয় নাই এবং কেহ সুখের মুখ দেখিতে পাইবেও না। যদি ভাই সুখ পাইতে বাসনা কর তাহা হইলে পরলোক বা আরও কোন উচ্চলোকে গিয়া অন্বেষণ কর, এ লোকে সুখ নাই।—স্থির জানিও এ লোকে সুখ নাই। তুমি মনে করিবে কেন—এ লোকে সুখ নাই কেন, আমিই নয় দুঃখী আমাপেক্ষা অন্যে কত মত সুখ ত ভোগ করিতেছে—কেহ অর্থের রাশির উপর বসিয়া আছে ; অভাব মত আপন অভাব দূর করিতেছে, সজ্জিত অট্টালিকায় বাস করিতেছে, সুন্দর অশ্বসংযুক্ত শকটে ভ্রমণ করিতেছে, নানাবিধ মহামূল্যবান্ পরিচ্ছদে পরিবৃত হইয়া ত কেমন সুখে—মনের সুখে কাল কাটাইতেছে ; তবে এ জগতে সুখ নাই কেন ?

সুখ নাই কেন ? তাহা ত জানি না, কিন্তু জানি সুখ নাই,—সমস্তই দুঃখের ভোগাভোগ—কেবল দুঃখ—সব ফাঁক্—সব শূন্য।

কার, কত দিন ; কে কতদিন এখানে থাকিতে আসিয়াছে ? কেহ নিমেষ মাত্র—কেহ ঘণ্টা মাত্র—কেহ মাস মাত্র—কেহ বৎসর মাত্র—উর্দ্ধ সংখ্যায় নয় শতাব্দী মাত্র—কিন্তু তাহা ত প্রায়ই ঘটে না। ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি জীবনে হয় ত কত কষ্ট করিয়া কিছু কাজ করিলে ; ভাবিলে ইহা স্থায়ী

হইয়া চিরকাল থাকিবে; কিন্তু তাহা কখনই থাকিবে না—যে হেতু কিছুই চিরকাল থাকে না; আর যখন তুমি নিজেই এখানে স্থায়ী হইতে পারিলে না, তখন এ বিড়ম্বনা কেন? বৃথা এ কষ্ট, বৃথা এ সহানুভূতি কেন? সব যে ভাই ফাঁক্—সবই ভাই যে ফাঁকি।

ওরে, সব ফাঁকি—সব ফাঁকি—সব ফাঁকি; আজ যাহা আছে, কাল আর তাহা নাই—এই বড় মজা! মায়ার চাতুরীতে সব বদ্ধ!

এই পৃথিবী নাট্যশালা স্বরূপ, যেমন নাট্যশালায় ঘন্টায় ঘন্টায় দৃশ্যপটসমূহ পরিবর্ত্তন হয়; অঙ্কে অঙ্কে কত কত নূতন নূতন রাজবেশ পরিচ্ছদধারী রাজার, রাজকুমারের, মন্ত্রীর, সভাসদ প্রভৃতি এবং অতি হীনবেশে কত নবীন লোকের আবির্ভাব হয়, সম্মুখে অগণিত দর্শকমণ্ডলী অবাক্ হইয়া উহাদিগের কার্য্য কারণ অবলোকন করিতে থাকে; সেই মত নিত্য এই জগৎ সংসারে কত শত ভাবের পরিবর্ত্তন হয়, কত নূতন ভাবের আবির্ভাব হয়, রাজা চলিয়া যায়, মন্ত্রী চলিয়া যায়, হয় ত দীনবেশে রাজা আবার ঘুরিয়া আসে, কৃষকের রাজত্ব লাভ হয়, আর আমরা এই জগতের এক পাশে থাকিয়া হাঁ করিয়া দেখিতে থাকি। বাহবা, বাহবা! কি মজা রে! এমনটী কি আর দেখা যায়! এমন পরিবর্ত্তনশীল স্থান আর কি কোথাও দেখিয়াছ?

জগতের মায়া বুঝা ভা'র; আজ বেশ মনের সুখে হাসিতেছে, কাল হয় ত আবার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে থাকিবে। আজ সুখে ভাবিয়াছ, আহা এমন স্থান কি আছে, কাল হয় ত

দুঃখে ভাবিবে কি পাপ, কেন বাপু এখানে আসা, কার ঋণ পরিশোধ করিতে এখানে আসিয়াছি ? দূর হউক এখনি চলিয়া যাওয়া যাক্ ! এমন ফাঁকে, এমন অনাবৃত স্থানে থাকা হইবে না।

ফল কথা, সব ফাঁক,—সব মাটী,—সব ছাই—কেহ কাহারও নয়, তুমিও কাহারও নও। তবে আর কেন ? আমি ত সার সঙ্কলন করিলাম, তবে আর কেন কাঁদি, আর কি জন্যই বা ভাবিতে থাকি ! কাহার জন্য কাঁদিব, কাহার জন্য ভাবিব ? সে ত কিছুই নয়, কেবল ফাঁক মাত্র কেবল মাটী, কেবল ছাই। কেবল কি তবে ছাই মাটীর জন্য কাঁদিব ?

আর কাঁদিতে তবে চাই না, এখন পাষাণবৎ স্থির হইয়া এই খানে যতদিন আছি, পড়িয়া থাকি, কিছুই যেন আর দেখিতে না হয়।

জগতের বিচিত্র গতি দেখিয়া আর ত তাই এখানে থাকিতে ইচ্ছা করে না—অনিচ্ছায় কিছু কি ভাল লাগে ?

কিছুই ভাল লাগে না.........ওরে সব ফাঁক্—সব আঁধার—সব শূন্য।

নবম উচ্ছ্বাস।

শেষ কথা।

"প্রেয়সী রে অধীনেরে অসময়ে কি ত্যজিলে
এত আশা, ভালবাসা সকলি কি ভুলিলে ?'

কবিতাবলী।

প্রিয়ে ;

অকস্মাৎ একি, বজ্র হানি শিরে
ত্যজি এ খলু সংসারে,
সাঙ্গ করি খেলা, পাশরিলে মায়া
সতী, ত্যজিলে আমারে।

স্বপ্ন দৃষ্ট সম হয় অনুমান
তোমার অন্তর কথা,
উধাও হইয়া চলিয়া যাইবে
দিয়ে গো এমন ব্যথা।

করিবে বর্জ্জন মধুর পবিত্র
দাম্পত্য-প্রণয়-নিধি,
না যাচিতে যাহা দিয়েছিল হায়
জগৎ-স্রষ্টা-বিধি।

কে জানে কেমন, কিসের গঠন
রমণী-হৃদয়-প্রাণ,
কোমলতা ময়, জানিতাম বটে
অবলা-হৃদয়-প্রাণ।
জানে ভাল মতে, নারীর অন্তর
দয়া-ক্ষমা-মায়া-বলে,
মলেও কখন, পতির হৃদয়
ছাড়িয়া যায় না চলে।
বল বিধুমুখী,- কি কারণ তবে
ত্যজিয়ে গেলে সংসার,
কত যে যতনে, তুষিতে আমারে
কি দিব তুলনা তার।
তোমার বিরহে কেমনে অভাগা
ধরিবে জীবন ব'ল,
তোমা বিনা শূন্য হেরি ত্রিভুবন
জীবনে তবে কি ফল?
জীবনের সার, যে জন আমার
মন বিকায়েছে যারে
সে জন বিরহে জীবন কি রহে
এ কথা বুঝাব কারে।
কে আর আমার গলা জড়াইয়া
বসিবেক মম পাশে
প্রাণনাথ বলি কে আর আমার
ডাকিবে মধুর ভাষে?

মন দুঃখ মোর কে শুনিবে আর
কার কাছে প্রকাশিব
প্রাণ প্রিয়ে বলি আদর করিয়া
কাহার মুখ চুমিব ?
কেবা বল আর সোহাগে ভরিয়া
দিবে প্রেম আলিঙ্গন,
আদর করিয়া তেমন যতনে
করিবেক সম্ভাষণ।
আর কি জীবনে না শুনিব কভু
বীণাবিনিন্দিত রব
কি সুখেতে তবে এ ছার সংসারে
কার মুখ চাহি র'ব ?
কিন্তু এ হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত
কভু ভাঙ্গিবার নয়,
বাঁচিব ভুগিব যন্ত্রণা সহিব
তবু নাহি হবে লয়।
পড়ে কি প্রেয়সী পড়ে কি হে মনে
ফুলশয্যা রাত্রি কথা
বলেছিলে তুমি স্বামির হৃদয়ে
কভু দিতে নাই ব্যথা।
কত কি যে আরো বলেছিলে তুমি
সে সব স্মরণে নাই
"স্বামীর কারণ [illegible] নারীর জীবন
মনেও হবে [illegible] চাই।"

কি কারণ তবে বল প্রণয়িণী
সে কথা করি হেলন
ধরাতল ত্যজি গেলে স্মরপুরে
হৃদয়ে দিয়ে বেদন।
এস এস প্রিয়ে ক্ষণেকের তরে
ও চাঁদ বদন দেখি
এ তাপিত প্রাণ সুশীতল করি
জুড়াই এ পোড়া আঁখি।
রয়েছি জীবনে বিষাদিত মনে
মজিয়ে দুঃখ সাগরে
তনু হ'ল ক্ষীণ জ্ঞান বুদ্ধি হীন
কেবল তোমারি তরে।

সমাপ্ত।